জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

সাসপেন্ড পুলিশ

কলকাতা পুলিশের তিন কর্মীর তোলাবাজি। সাসপেন্ড সাব ইন্সপেক্টর, অ্যাসিস্টান্ট সাব ইনস্পেক্টর ও পুলিশের গাড়ির এক চালক। তারা পিসিআর ভ্যানে কর্মরত ছিল

হলুদ সতর্কতা

দক্ষিণবঙ্গে ফের বাড়বে গরম। তাপমাত্রা গড়ে ২ থেকে ৪ ডিগ্রি পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। উত্তরের চার জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া

দাম বাড়ল ৫ কেজি সিলিন্ডারের ১১ টাকা বেড়ে হল ৮৫৮.৫০ টাকা

লুধিয়ানার কারখানায় গ্যাস লিক, মৃত তিন, আহত দুই

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ১ ● ২ জুন, ২০২৬ ● ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ ● মঙ্গলবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 22, Issue - 1 ● JAGO BANGLA ● TUESDAY ● 2 JUNE, 2026 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

সিপিএম করত নীতিহীন একজন, ভুল হয়েছিল টিকিট দিয়ে : নেত্রী

দুই 'বিভীষণ'কে তাড়াল তৃণমূল

প্রতিবেদন : দল-বিরোধী কাজের জন্য বহিষ্কার করা হল দুই বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্দীপন সাহাকে। দলের তরফে সোমবার বিধানসভার অধ্যক্ষকে চিঠি দিয়ে এই বহিষ্কারের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়। দলের সঙ্গে বেইমানি করেছেন এই দুই বিধায়ক। একেই বোধহয় বলে মিরজাফর! সিপিএম থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর যে-দল জায়গা দিল, আগলে রাখল, রাজ্যসভায় পাঠাল, শ্রমিক সংগঠনের মাথায় বসাল, সেই দলের পিঠেই ছুরি মারলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে দোসর আর-এক নমুনা সন্দীপন সাহা। তৃণমূলের দুই 'বিভীষণ' বিধায়কের বেইমানির খবর ফাঁস করে দেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। দলের বিরুদ্ধে কীভাবে বিধানসভার স্পিকারকে চিঠি দিয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন। যার ভিত্তিতেই সিআইডি তদন্ত শুরু হয়েছে— সবিস্তারে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর পরেই তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। তৎক্ষণাৎ এই দুই গদ্দারকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে যায়। এ-বিষয়ে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যারা গদ্দারি করছে মানুষের ভোট নিয়ে আপনারা নামগুলো দেখতেই পাচ্ছেন। তবে ভয় পাবেন না। আগে সিপিএম করত নীতিহীন একজন। আমাদের ভুল হয়েছে তাকে টিকিট দেওয়া। পায়ে পড়েছিল এসে। সেদিন সিপিএম ঠিক করেছিল ওকে তাড়িয়ে দিয়ে। ওকে বাঁচানো ভুল হয়েছিল। অন্য লোককে কেটে তাকে টিকিট দেওয়া হয়েছিল হাওড়ায়। আমরা ক্ষমা চাইছি আপনাদের কাছে। এরা রোজ গিয়ে বিজেপিতে দেখা করছে আর সেইমতো কাজ করছে। এর মধ্যে এক সাংসদও আছে। তুমি ছেলের টিকিট চেয়েছিলে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক ও দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, একটু ধৈর্য তো ধরবেন! একটা মিটিংয়ের পর সঙ্গে সঙ্গে চিঠি! সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দিল্লিতে গ্যারেজে দাঁড়িয়ে থাকা! ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে তো সিপিএম তাড়িয়ে দেওয়ার পর এই (এরপর ৬ পাতায়)

সোমবার বিকেলে ফেসবুক লাইভে নেত্রী।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

আধো

অহর্নিশ এর
আরুষি আলোকে
বজ্র ব্রহ্ম ধমক
অমোঘে কুর্নিশে
সুভাষ সতীর্থে
কালাজানির জমক।

তুখোর দুখোরে
আম্রলি শুক্লপক্ষ
সাধ্য সাধনায় বেলা,
অঙ্ক কঙ্ক শঙ্খবেলায়
সজারু-কাঁটারু
দুর্বরি খেলামেলা

আজ যাব রাসমণিতে পারলে গ্রেফতার করুক

প্রতিবেদন : মঙ্গলবার আমি কর্মসূচিতে যাব। অনুমতি না দিলে দেবে না! রাস্তায় বসব। গ্রেফতার করলে করবে। আমাকে বাংলায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন করতে না দিলে দিল্লিতে গিয়ে করব। ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকও হবে খুব দ্রুত। আমাকে ছেড়ে রাখলে আপনাদেরই বিপদ। আমি মাথা নত করি না। বড়জোর আপনারা আমাকে মেরে ফেলতে পারেন। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চলছে। এদিন দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে নেত্রীর বার্তা, আপনারাও আসুন। পুলিশ ঢুকতে না দিলে রাস্তাতেই বসব। সোমবার বিকেলে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একাধিক বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন তিনি। সেখানেই ২ জুনের পূর্ব-ঘোষিত কর্মসূচি নিয়েও কথা বলেন নেত্রী। তাঁর কথায়, আমরা পারমিশনের জন্য চিঠি দিয়েছি। এখন পুলিশ মাইক্রোফোনের পারমিশন আনতে বলেছে। (এরপর ৬ পাতায়)

নেত্রীর সাফ কথা

রানি রাসমণি রোডে সভায় বাধা। ঘটনাস্থলে বৈশ্বানর ও কুণাল।

বিনা ভাড়ায় যাত্রা! নামিয়ে দেওয়া হল মহিলা যাত্রীদের

প্রতিবেদন : অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের পর এবার সরকারি বাসের ফ্রি পরিষেবা নিয়ে বিজেপির জুমলা। ১ জুন থেকে সব মহিলারা এই পরিষেবা পাবেন বলে রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়। কিন্তু কোথায় সেই পরিষেবা? জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে সরকারি বাসে উঠেও বিনামূল্যে পরিষেবা না পেয়ে নেমে গেলেন মহিলা। বেসরকারি বাসে যেতে হল টিকিট কেটে। জানা গিয়েছে, ফালাকাটা থেকে সরকারি বাসে তিনজন মহিলা যাত্রী ওঠেন। সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াতের কথা থাকলেও ওই বাসের কন্ডাক্টর তিনজনকে মহিলাকে নামিয়ে দেন বলে অভিযোগ ওঠে। (বিস্তারিত ভিতরে)

মঙ্গলাহাটের আগের ছবি।

ব্যবসায়ীদের সরিয়ে দিচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী।

অমানবিক! কথা দিয়েও মঙ্গলাহাটের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতারণা বিজেপির

সংবাদদাতা, হাওড়া : বাংলার ডাবল ইঞ্জিনের কোপে মাথায় হাত ৩০০ বছরের সুপ্রাচীন মঙ্গলাহাটের হাজার হাজার ব্যবসায়ীর। অমানবিকতার চূড়ান্ত নিদর্শন রেখে বিজেপি পরিচালিত প্রশাসন উচ্ছেদ করে ছাড়ল এশিয়ার বৃহত্তর পাইকারি মার্কেটের বস্ত্র ব্যবসায়ীদের। কথা দিয়েও কথা রাখল না হাওড়ার পুলিশ-প্রশাসন। সোমবার মঙ্গলাহাটের ব্যবসায়ীদের বসতে দেওয়া হল না ফুটপাথে। প্রতিবাদে বঙ্কিম সেতুর নিচে ব্যবসায়ীরা বিক্ষোভ দেখালেন, পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী লাঠিচার্জ করে তাঁদের হঠিয়ে দেয়। শুধু মানুষের রুটি-রুজি কেড়েই ক্ষান্ত নয় বিজেপির প্রশাসন, নির্মমতার চরম সীমায় উঠতেও তাঁদের হাত কাঁপেনি।

৩০০ বছরের ঐতিহাসিক বাজার বিজেপির কোপে এখন ধূলিসাৎ

সোমবার ভোর রাত থেকে এশিয়ার বৃহত্তম বস্ত্রহাটে ব্যবসায়ীরা বসতে শুরু করেনি। তিনদিন ভর চলে বিকিকিনি। কিন্তু সপ্তাহের প্রথম দিনেই ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করতে লাঠিচার্জের ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পরিস্থিতি সামলাতে এলাকায় পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের মোতায়েন করা হয়। কিন্তু গতকাল হাওড়া সিটি পুলিশের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের এলাকায় মাইকিং করে মৌখিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবার থেকে আর ফুটপাথে ব্যবসা করা চলবে না। কিন্তু গত মঙ্গলবার পুলিশ এইসব ছোটো ব্যবসায়ীদের রাস্তা ছেড়ে ফুটপাথে দেওয়াল ঘেঁষে জিনিসপত্র বিক্রির (এরপর ৬ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

2 June, 2026 • Tuesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

২০২৩ **বালেশ্বরের** বাহানগা বাজার স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয়েছিল চেন্নাইগামী করমণ্ডল এক্সপ্রেস। লাইনচ্যুত হয় বেঙ্গালুরু-হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসও। দুর্ঘটনার অভিঘাতে একটি মালগাড়ির ওয়াগনের উপর উঠে যায় করমণ্ডলের ইঞ্জিন। এই দুর্ঘটনায় ২৯৩ জনের মৃত্যু হয়। আহত হন হাজারেরও বেশি মানুষ।

১৯৮৮ রাজ কাপুর (১৯২৪-১৯৮৮) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পদ্মভূষণ ও দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র শিল্পী ও পরিচালক রাজ কাপুর। তাঁকে ভারতীয় সিনেমার ক্লার্ক গেবল নামে অভিহিত করা হয়। ছোট ভাই শশী কাপুর বলেছিলেন, ''রাজ ভাই এ-যুগের কৃষ্ণ।' খোয়াজা আহমেদ আব্বাস রাজ কাপুরের সিনেমাগুলির মূল্যায়ন করেছিলেন এই ভাবে, ''বহির্বিশ্বের কাছে এক নব্যনির্মিত জাতিরাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক দূত হয়ে উঠেছিলেন তিনি, কারণ যুদ্ধপীড়িত ভাগ্যাহতদের স্বপ্ন দেখতে ও স্বপ্নকে বিশ্বাস করতে শিখিয়েছিলেন। তিনি ভারতীয় সিনেমার শোম্যান।'' এসি চালিয়ে হুইস্কি গলায় ঢেলে হাঁপানি রোগে পড়ে কর্মক্ষমতা, আয়ু খুইয়েছিলেন রাজ কাপুর। তবুও দাদাসাহেব ফালকে নিতে জোর করে দিল্লি গেলেন। ২ মে অডিটোরিয়ামেই অ্যাস্থমা অ্যাটাক হল। প্রোটোকল ভেঙে প্রেসিডেন্ট শোম্যানের আসনের কাছে এসে তুলে দিলেন সিনেমার সর্বোচ্চ সম্মান। রাষ্ট্রপতির অ্যাম্বুল্যান্সে করে এইমস-এ গিয়ে ভর্তি হলেন। একমাস যমে-মানুষে ট্রাপিজ় খেলা, রাজবন্দনায় বিহ্বল জনতা, মিডিয়ায় চলল সার্কাস। তার পর এদিন চলে গেলেন রাজ।

২০১১ দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১১) বিশিষ্ট বেতার ঘোষক ও আবৃত্তিকার এদিন প্রয়াত হন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আকাশবাণী কলকাতা থেকে সংবাদ পরিক্রমা পড়তেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সম্প্রচারটি সব বাঙালির আবেগকেই গভীর ভাবে নাড়া দিত। সম্প্রচারটির বিষয়গত আবেগ ছাড়াও দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠ-ব্যক্তিত্ব, কণ্ঠ-উপস্থাপনাও তার একটা বড় কারণ। ভারত ও বাংলাদেশ, দুই সরকারের কাছ থেকে তার স্বীকৃতিও পান তিনি। প্রায় আকাশ ছুঁয়েছিল তাঁর জনপ্রিয়তা।

১৯০৮ আলিপুর বোমা মামলায় এদিন ব্রিটিশ পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন অরবিন্দ ঘোষ, শৈলেন বোস, অবিনাশ ভট্টাচার্য-সহ ৩৩ জন সন্দেহভাজন বিপ্লবী। ৪৮ নং গ্রে স্ট্রিটের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় অরবিন্দকে। স্বাধীনতার আগে জলা-জঙ্গলে ঘেরা মানিকতলা এলাকার মুরারিপুকুর ছিল বিপ্লবীদের আস্তানা। এক সময়ে সেখানেই ছিল অরবিন্দের পৈতৃক বাগানবাড়ি। সেদিন তাঁকে গ্রেফতারের স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে অরবিন্দ লিখেছেন, তাঁকে গ্রেফতার করতে যে পুলিশ অফিসার এসেছিলেন তাঁর নাম ক্রেগান। ''ক্রেগান ... আমাকে জিজ্ঞেস করল: মনে হচ্ছে তুমি বিএ, তবুও তুমি একটা অস্বাভাবিক রুমের মেঝেতে ঘুমাও। তোমার শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তুমি এমন পরিস্থিতিতে থাকো বলে কি তোমার লজ্জা হয় না?' আমি বললাম, 'আমি একজন গরিব মানুষ এবং আমি একজনের মতোই থাকি।' ক্রেগান তৎক্ষণাৎ উচ্চৈঃস্বরে জবাব দিল, 'তাহলে তুমি কি ধনী হওয়ার লক্ষ্যে এই সমস্ত দুষ্টুমি করেছ?' আমার কাছে অসম্ভব মনে হয়েছিল যে এই মোটা মাথার ব্রিটিশকে দেশপ্রেম, নিঃস্বার্থতা বা দারিদ্রের ব্রত বোঝার জন্য তৈরি করা যেতে পারে। তাই আমি এমন কোনও চেষ্টা করিনি।''

২০১৫ বিজয়া রায় (১৯১৭-২০১৫) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সত্যজিৎ রায়ের স্ত্রী। নিজের থেকে বয়সে ছোট পিসতুতো ভাইকে ভালবেসে বিয়ে করতেও পিছপা হননি তিনি। পঞ্চাশের দশকে দাঁড়িয়ে এমন কাজ করতে কিন্তু বুকের পাটা লাগত। সত্যজিতের নায়িকাদের সাজিয়ে তোলার বেশিরভাগ দায়িত্বও বর্তেছিল বিজয়ার উপর। তিনি ছিলেন খুদে অভিনেতাদের আদরের মঙ্কুমাসি। 'জলসাঘর' হোক বা 'চারুলতা', সেটের অধিকাংশ প্রপ নিজের সংগ্রহ থেকেই সাজিয়ে দিতেন তিনি। বুনতে পারতেন অসাধারণ। তাঁর হাতের রান্না আর লেসের কাজ, যে-ই দেখত চোখ ফেরাতে পারত না। নিজে সাজতেন না, কিন্তু সাজাতে পারতেন চমৎকার। সত্যজিতের প্রতিটি সুর, গল্প, উপন্যাস, স্কেচ, চিত্রনাট্যের প্রথম পাঠক ছিলেন বিজয়া রায়। তাঁর প্রতিটি মতামত আর পছন্দ-অপছন্দের উপর অগাধ আস্থা ছিল সত্যজিতের ।

১৮৪০ টমাস হার্ডি (১৮৪০-১৯২৮) জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজ ঔপন্যাসিক এবং কবি ছিলেন টমাস। তাঁর লেখা শ্রেণি সচেতন উপন্যাস 'দ্য পুওর ম্যান অ্যান্ড দ্য লেডি'। লন্ডনের তিনজন প্রকাশক বিবেচনা করেছিলেন কিন্তু কখনও প্রকাশ করেননি। অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি 'ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড'।

উচ্ছেদ-রাজনীতি

দমদম রেলস্টেশন চত্বরে বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে দিল গরিব হকারদের দোকান।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৭২০

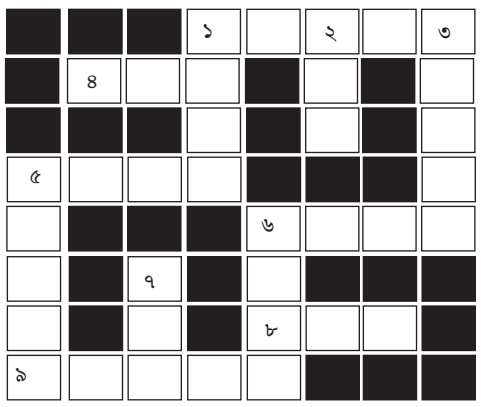

পাশাপাশি : ১. যজ্ঞে ব্যবহৃত কাঠের পাত্রবিশেষ ৪. পূজা ৫. যা রোধ করা দুঃসাধ্য ৬. উদ্ধার, মুক্তি ৮. একধরনের উঁচু গাছ ৯. প্রতাপবান।

উপর-নিচ : ১. মহাভারতে কৌরব ও পাণ্ডবদের অস্ত্রগুরু ২. বলা ৩. বিস্তৃত করা, বাড়ানো ৫. সংসদ বা বিধানসভা কর্তৃক বিধিবদ্ধ আইন ৬. পারিপার্শ্বিক অবস্থা, পরিবেশ ৭. বিশৃঙ্খলা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৭১৯ : **পাশাপাশি :** ১. বিরান ৪. জঙ্ঘা বিহার ৬. বাছুর ৭. কলালাপ ৯. লাগসই ১২. অত্যূহ ১৩. দরদমন্দ ১৪.রণৎ। **উপর-নিচ :** ১. বিশ্ববাংলা ২. নজর ৩. অবিপাক ৫. রঙ্গিলা ৮. পত্রহরিৎ ১০. গলদ ১১. ইক্ষুদণ্ড ১২. অন্দর।

১ জুন কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৫৫৩৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৫৬১০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৮৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২৬৩৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২৬৩৪৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৫.২৮	৯৩.০৪
ইউরো	১১০.৯৪	১০৮.৩৯
পাউন্ড	১২৮.২১	১২৫.২৯

নজরকাড়া ইনস্টা

■ রাইমা সেন

■ পি ভি সিন্ধু

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

2 June, 2026 • Tuesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২ জুন ২০২৬
মঙ্গলবার

মেট্রো সিনেমা হলের উল্টোদিকের ফুটপাথে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোস্টার সরিয়ে ফেলা হচ্ছে

এই লড়াই আমরাই জিতব

প্রতিবেদন : চ্যালেঞ্জ করছি, এই লড়াই আমরা জিতব। আপনার হারবেন। সোমবার প্রত্যয়ী কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল কংগ্রেসকে ভাঙার জন্য চেষ্টা চলছে। কিন্তু সফল হবে না! কারণ যত ভাঙার চেষ্টা হবে ততই শক্তিশালী হবে দল। দলীয় সতীর্থদের উদ্দ্যেশ্যে নেত্রীর বার্তা, ভয় পাবেন না। বড়জোর জেলে পুরবে, এক মাস পর আবার বেরিয়ে আসবেন। নেত্রী বলেন, এরা যা খুশি তাই করছে। এখন তো আর আগেকার নির্বাচন কমিশনাররা নেই! আমি বিচারের দাবিতে মানুষের জন্য গিয়েছিলাম আদালতে।

উল্লেখ্য, ভোটপর্ব মেটার পর থেকেই নাগাড়ে তৃণমুলের নেতা, জনপ্রতিনিধিদের গ্রেফতার চলছেই। আইনি সহায়তা দিতে একটি ৫ সদস্যের কমিটিও গড়ে দিয়েছেন নেত্রী। এই আবহে বিজেপি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসকে দুরমুশ করার। পরিবেশ-পরিস্থিতি আঁচ করে দলকে এককাট্টা রাখতে সবরকম চেষ্টা চালাচ্ছেন নেত্রী। এই কঠিন সময়ের মধ্যেও গদ্দারদের রেয়াত করছেন না। দলের সঙ্গে বেইমানির জন্য দুই বিধায়ককে দল থেকে বহিষ্কার করেছেন। বলেছেন, যাঁরা যেতে চান চলে যান। আমি আবার নতুন করে দল গড়ে তুলব। বেনো জল বেরিয়ে যাক।

সোমবার ফেসবুক লাইভে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আরও বলেন, অত্যাচারের সমস্ত সীমালঙ্ঘন করে গিয়েছে বিজেপি। অন্যান্য রাজ্যেও তো নির্বাচন হয়েছে, সেখানে তো এরকম কিছু হয়নি। তবে কেন টার্গেট বাংলা? বাংলায় ১৭৭টা আসনে কাউন্টিংয়ে রিগিং করে আপনারা জিতেছেন। তাঁর জন্য মেশিন হ্যাক করেছেন। আমার কাছে সব রিপোর্ট আছে। সব প্রমাণ আছে। আমি নিজে ভুক্তভোগী। যখন ১৩ হাজার ভোটে জিতছিলাম, তখন মারতে মারতে কাউন্টিং সেন্টার থেকে বের করে দিয়েছে। রাজারহাটে তাপস চট্টোপাধ্যায় জিতে গিয়েছিল। ঘোষণা পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল। পরের দিন রিকাউন্টিংয়ের নাম করে জোর করে ৩০০ ভোটে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরকম অনেক উদাহরণ আছে। এটা ভাববেন না আমাদের কাছে ডকুমেন্ট নেই। সবচেয়ে নির্লজ্জ তারা, যারা আপনাদের জোর করে জিতিয়েছে। ফলতায় তো জিতে গিয়েছিল। এখন যিনি উপদেষ্টা হয়েছেন, জোর করে রিপোলিং করিয়েছেন। তারপর ৫০০ এজেন্টকে গ্রেফতার করলেন, প্রার্থীকে ভয় দেখালেন, মানুষকে ভয় দেখিয়ে সব লুট করলেন। নেত্রী বলেন, আর কত লুঠ করবেন? লুঠেরও তো একটা সীমা আছে। মনে রাখবেন, বামফ্রন্ট ২০০৬ সালে ২৩৫টা আসন পেয়েছিল। অহংকারে বলেছিল আমরা ২৩৫। আর আপনারা এত লুঠ করে গায়ের জোরে জিতেছেন। সেই কারণেই আপনারা স্বস্তি পাচ্ছেন না। আপনারা ভয় পাচ্ছেন, ভরসা করতে পারছেন না। বাধ্য করছেন যাতে দল ভেঙে যায়। মমতা বন্দোপাধ্যায়ের চ্যালেঞ্জ, আজ আপনাদের সুদিন আছে। কিন্তু আগামী দিনে আপনাদের সরকার থাকবে না। তখন কী করবেন? আপনারা যা করছেন, হিটলারও বোধ হয় এরকম অন্ধকার ইতিহাস তৈরি করতে পারেনি। গোয়েবলসীয় অপপ্রচারের থেকেও ভয়ঙ্কর আপনারা। মনে রাখবেন কয়েকটা বিধায়ক সংসদকে টাকা দিয়ে কিংবা ভয় দেখিয়ে ভেঙে তৃণমূলকে দুর্বল করা যায় না। তৃণমূল আরও শক্তিশালী হচ্ছে। তৃণমূল ভাঙার জন্য বসে বসে ড্রাফট তৈরি করে দিচ্ছেন। আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি। এই চ্যালেঞ্জ আমরা জিতব, আপনারা হারবেন।

হকার উচ্ছেদ নিয়ে আক্রমণ

বাংলাটাকে লুম্পেনদের হাতে তুলে দিয়েছে : নেত্রী

দমদম রেল স্টেশন। বুলডোজার চলার পর।

প্রতিবেদন : উত্তর থেকে দক্ষিণ, সব রেল স্টেশন ও তার সংলগ্ন কয়েক কিলোমিটার জুড়ে নাগাড়ে হকার উচ্ছেদ চলছে কোনওরকম পুনর্বাসন ছাড়াই। বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে একটার পর একটা দোকান। সেইসঙ্গে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে লক্ষ-কোটি মানুষের স্বপ্ন-রুজিরুটি। তাদের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ আজ প্রশ্নের মুখে। সোমবার এই হকার উচ্ছেদ নিয়ে প্রতিবাদে সরব হলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নেত্রী বলেন, বাংলাটাকে লুম্পেনদের হাতে তুলে দিয়েছেন। এক মাসে বাংলার কী হাল হয়েছে। সব জায়গায় হকার উচ্ছেদ করছেন! তাঁর প্রশ্ন, গোটা রাজ্যজুড়ে হাহাকার চলছে। মানুষ খেতে পাবে না, চিকিৎসা পাবে না তাই তো? অন্য রাজনৈতিক দল করলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা যাবে না, তাইতো? এটাই কি গণতন্ত্রের নমুনা? আমাদের নেতাদের গ্রেফতার করছেন! পুলিশ হচ্ছে আইনের রক্ষক, তাদের মানুষকে রক্ষা করতে হয়, তাদের এই আচরণ! আমার দেখে লজ্জা লাগছে আমার সঙ্গে কাজ করেছেন! আপনাদের দেখে অবাক লাগছে! উল্লেখ্য, শুধু রেল অঞ্চল নয়, রাজ্যের একাধিক জায়গায় হকার উচ্ছেদ চলছে। হাওড়ার মঙ্গলাহাট বসতে দেওয়া হচ্ছে না। ব্যবসায়ীরা ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন। একই অবস্থা হওয়ার আশঙ্কায় ভুগছেন উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার একাধিক হাট ও ফুটপাথের হকাররা। এভাবে পুনর্বাসন ছাড়া আচমকা সব দোকান বুলডোজার দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলে মানুষ কোথায় যাবে! খাবে কী! দশকের পর দশক ধরে এসব জায়গায় দোকান চালিয়ে ব্যবসা করে পরিবার প্রতিপালন করে এসেছেন হকাররা। কিন্তু আচমকা রুজি হারিয়ে আজ অথৈ জলে কয়েক লক্ষ মানুষ ও তাঁদের পরিবার। যদিও এসব বিজেপি নেতৃত্বের ও সরকারের কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই।

উত্তর কলকাতা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ-মিছিল। ছিলেন বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ দলীয় নেতৃত্ব। সোমবার।

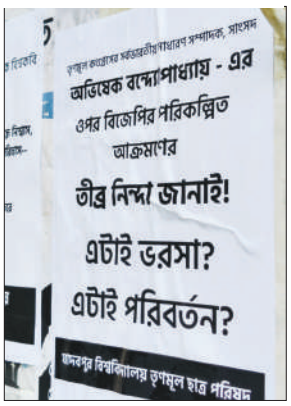

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফে ৪ মে পরবর্তী সময়ে বাংলায় যেভাবে গণতন্ত্র ভূলুণ্ঠিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন এলাকায় পোস্টারিং করে প্রতিবাদ পালিত হল।

তোলাবাজির অভিযোগ সাসপেন্ড ৩ পুলিশকর্মী

প্রতিবেদন : ক্ষমতায় এসেই রাশ আলগা করছে বর্তমান সরকার। প্রশ্রয় পাচ্ছে পুলিশ-প্রশাসন। যার প্রমাণ মিলছে প্রতিটি পদক্ষেপে। বাড়ছে তোলাবাজি, ধর্ষণ, যৌন-হেনস্থার মতো ঘটনা। এবার তোলাবাজির অভিযোগে সাসপেন্ড করা হল খোদ কলকাতা পুলিশেরই তিন কর্মীকে। তারা কলকাতা পুলিশে শুধু কর্মরতই নয়— উচ্চপদে কর্মরত। উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর থানার সাব ইন্সপেক্টর, অ্যাসিস্টান্ট সাব ইন্সপেক্টর এবং পুলিশের গাড়ির এক চালককে বহিষ্কার করা হয়েছে। বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, পিসিআর ভ্যানে টহলদারি চালানোর সময় তারা জোর করে কয়েকজন ব্যবসায়ীর থেকে টাকা তুলছিল। অভিযোগ পেতেই পিসিআর ভ্যানের জিপিএস লোকেশন, সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখেন পুলিশের কর্তারা। প্রমাণও মেলে তোলাবাজির। এর পরেই ওই তিনজনকে সাসপেন্ড করা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। চলছে জিজ্ঞাসাবাদ।

সরকারের টালবাহানায় সংশয়ে এসএসসির নিয়োগ

প্রতিবেদন: রাজ্যে পালাবদল হতেই অনিশ্চয়তায় নবম-দশমের শিক্ষকদের ভাগ্য। তীরে এসে তরী ডোবার উপক্রম। এই মুহূর্তে সরকার বদল হওয়ায় বেশ কিছু নিয়ম বদল হয়েছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ও সচিব পদ শূন্য। ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়া রয়েছে আটকে। এর সঙ্গে গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো যুক্ত হয়েছে ওবিসি সংরক্ষণ জটিলতা। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, যেসব শিক্ষকের বিরুদ্ধে সরাসরি দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তাঁদের 'যোগ্য' হিসাবে চিহ্নিত করে আগামী ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু তারপরে তাদের ভবিষ্যৎ কী হবে তাই নিয়ে আশঙ্কায় শিক্ষকরা। নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির জন্য শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে। বহু শিক্ষকই পরীক্ষা, ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, নথি যাচাইকরণের পর সুপারিশপত্রও পেয়েছেন। কিন্তু কাজে যোগ দিতে পারেননি ১ জুন পর্যন্ত। নতুন সরকার ক্ষমতা এসেই সরকার মনোনীত সব পদ বাতিল করে দিয়েছে। এদিকে শিক্ষা নিয়ে কোনও দিশাই তাঁরা দেখাতে পারছেন না। মন্ত্রীরা শপথ নিলেও এখনও দফতর বণ্টন করা হয়নি। অনেক শিক্ষক এসএসসির তরফে সুপারিশপত্র পেলেও রাজ্যে সরকার বদলের পর নিয়োগপত্র পাননি এখনও। নতুন সরকার কবে তাদের নিয়োগ দেবে আদৌ নিয়োগ দেবে না পুরো প্রক্রিয়া বাতিল করে দেবে তাই নিয়ে ধন্ধে ও দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে চাকরিপ্রার্থীদের।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

2 June, 2026 • Tuesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উচ্ছেদ যন্ত্রণা

উচ্ছেদের আতঙ্কে কাঁপছে বাংলা। আজ স্টেশনে উচ্ছেদ তো কাল বাজারে উচ্ছেদ, নয়তো পরশু ফুটপাথে উচ্ছেদ। যোগীরাজ্যে যেভাবে বুলডোজার চালিয়ে উচ্ছেদ চালানো হয়, বাংলায় ক্ষমতায় এসে বিজেপি সেই স্টাইলেই উচ্ছেদ শুরু করেছে। আগাম খবর নেই। প্রয়োজনীয় জিনিস তুলে নেওয়ার সময় দেওয়া হচ্ছে না। পুনর্বাসন দেওয়া তো দূরঅস্ত। গরিব মানুষ সকালে দেখে গিয়েছেন নিজেদের আস্ত আস্তানা। রাতে ফিরে দেখেছেন ধূলিসাৎ। স্কুল পড়ুয়া গুছিয়ে গিয়েছে তার পড়ার বই, বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে তছনছ হয়ে যাওয়া, ভেঙে যাওয়া ছাদের উপর বসে শুধুই আর্তনাদ করেছে। গরিব মানুষের এই দীর্ঘশ্বাস— দায় নিতে হবে বিজেপিকে। তৃণমূল কংগ্রেস বহুদিন থেকে বলে আসছে বিজেপির সরকার হল বড়লোকেদের সরকার। ধনীদের স্বার্থসিদ্ধি করার সরকার। তাই বাংলায় জেতার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বুলডোজ শুরু হয়ে যায় বিভিন্ন এলাকায়। তবে আদালতের নির্দেশে বহু জায়গায় থামতে হয়েছে প্রশাসনকে। বিজেপি নিয়ম-নীতি-নৈতিকতার পাঠ শোনাচ্ছে বাংলায়। হাস্যকর। নীতিহীনতাই যাদের রাজনীতির মূল কথা তারা আজ ক্ষমতায়। ইভিএম জালিয়াতি, গণনায় জালিয়াতি, এসআইআরের নামে জালিয়াতি, দেশের টাকা লুঠ করে যাওয়া ভারতীয়দের নিরাপদে বিদেশে থাকার ব্যবস্থা করার জালিয়াতি। ব্রিজভূষণের মতো যৌন হেনস্থায় অভিযুক্ত অপরাধী মোদির সঙ্গে এক চেয়ারে বসেন। এঁরা যখন উচ্ছেদের পক্ষে যুক্তিতে নীতি কথা শোনান তখন তো হাসি-ই আসে। তাই না!

e-mail থেকে চিঠি

বৈধভাবে নির্মিত বাড়িতে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে নোটিশ পুরসভার

কলকাতার ২৯-সি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়িটি বৈধভাবে নির্মিত। আর বৈধভাবে নির্মিত বাড়িতে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে নোটিশ দিয়েছে পুরসভা। বিষয়টা নিয়ে হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং লতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা সোনারপুরে আক্রান্ত সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা-মা। এর আগেই এইসব নোটিশ জারি নিয়ে ড্রামাবাজিতে বিরক্ত অভিষেক বলেছিলেন, 'পুরসভাকে জিজ্ঞেস করুন। নোটিশ যারা দিয়েছে... যারা বেছে বেছে মিডিয়ার কাছে এগুলো লিক করছে... একটা নোটিশ লাগিয়ে চলে গেলাম যে এই অংশটা অবৈধ!' অভিষেক জানান, তাঁর কাছে ভিডিয়ো রয়েছে। নোটিশে লেখা রয়েছে, 'এনক্লোজ়, প্লিজ ফাইলড ব্রিফ অফ ডিভিয়েশন। সেখানে আমার ডিভিয়েশন কোন অংশে, কী ব্রিফ, তার অ্যাটাচমেন্ট কোথায়? সেটা তো দেয়নি! আমি এ নিয়ে মামলাও করব। আমার অধিকার রয়েছে। বিচারব্যবস্থার দ্বারস্থ হবে। লিখিতভাবে আমার যা রিপ্লাই ছিল, আমি দিয়েছি, জানিয়েছি।' তার পরেই আদালতে গেলেন অভিষেকের বাবা-মা। এসব নাটক যখন আদালতে চ্যালেঞ্জের মুখে তখন ওদিকে অন্য নাটক, যার কলাকুশলী তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত দুই বিধায়ক। দুজনেই ২০ দিনের বিধায়ক। ২০ দিন আগেও এই পরিচিতি ছিল না তাঁদের। একজন দল সরকার গড়তে না-পারার মন্ত্রিত্ব সংক্রান্ত সম্ভবনা হাতছাড়া হওয়ার কারণে অতৃপ্ত আত্মা। সব সময় ক্ষমতার মধুভাণ্ড লেহনে আগ্রহী। একজন নীতিহীন লোক। ওকে তাড়িয়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেস ওকে সাংসদ-বিধায়ক করেছে। নেত্রীর পায়ে ধরে টিকিট নিয়েছে। অপর জন সদ্য বিধায়ক হয়েই, বিধায়কের ভূমিকায় নাবালকত্বের কারণে বদ সঙ্গে পড়েছেন। এরা দুজনেই আদতে আপসে বিশ্বাসী। আলোচনার সুযোগ নেই বা কথা বলতে পারছেন না বলে অভিযোগ করে দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এরা। আদতে অজুহাত দিয়ে পালাতে চাইছে। ওরা শুধু ক্ষমতার সঙ্গে থাকতে চায়। ক্ষমতার মধু চেটে চেটে খেতে চায়। জিভ ব্যবহারে এদের পারদর্শিতা প্রশ্নাতীত।

— সুনন্দা নন্দী, বিরাটি, উত্তর ২৪ পরগনা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

পলাশির পরিণতি মনে রাখবেন, প্লিজ

■ সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, সই-বিতর্কে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই বিধায়কের অভিযোগের ভিত্তিতেই থানাতে অভিযোগ দায়ের হয়।
■ এই দু'জনের একজন সিপিএম থেকে বিতাড়িত হয়ে নেত্রীর পদাশ্রিত হয়ে রাজ্যসভায় গেছিলেন।
■ অপরজন, নিজ যোগ্যতায় নয়, বাবার উমেদারিতে টিকিট পেয়েছিলেন।
■ বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর মতো।
■ এঁদের একবার পলাশির ষড়যন্ত্রের পরিণতির কথা মনে করিয়ে দেওয়া দরকার।
সেই কাজটাই করলেন তানিয়া রায়

১৭৫৭ সালে পলাশি যুদ্ধের পূর্বে যখন রবার্ট ক্লাইভ ফরাসি অধিকৃত চন্দননগর আক্রমণ করেন, তখন ব্রিটিশ সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং ফরাসি সৈন্যদের সাহায্য করার জন্য নবাব সিরাজউদ্দৌলা হুগলির ফৌজদার নন্দকুমারকে আদেশ করেন। কিন্তু নন্দকুমার ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তো দূরে থাক, নবাবের অন্য একদল সৈন্যকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বিরত রাখলেন। নন্দকুমার যে মোটা অঙ্কের ঘুষ খেয়ে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন তা শুধু অনুমান নয়। লিখেছেন রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলায় ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা গ্রন্থের ৮ নং পৃষ্ঠায়।

নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে যখন মুর্শিদাবাদে লাঞ্ছিত করা হচ্ছিল, তখন জনগণ বুঝতে পারেনি নবাবের শেষ পরিণতি কী হতে যাচ্ছিল। ক্লাইভ যখন বাংলার ধনসম্পদ ও মুর্শিদাবাদের কোষাগার খালি করে নৌবহরে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন নদীর দু-পাড়ে জনতা তামাশা দেখেছে। বুঝতে পারেনি কী হতে যাচ্ছে।

আজকের বাংলায় যাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসের লাঞ্ছনা দেখে আপ্লুত, তাঁরা ওই ঐতিহাসিক দৃশ্যে নিজেদের খুঁজে পেতে পারেন।

আজ যাঁরা তৃণমূল কংগ্রেস ভেঙে গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে গোপনে হাত মেলাচ্ছেন, তাঁদের পলাশির পরিণতি মনে করিয়ে দিতে চাই। বলতে চাই সেই পুরোনো কথাটাই।

ষড়যন্ত্রকারী ও বিশ্বাসঘাতকদের পরিণাম শেষ পর্যন্ত কখনও ভালো হয় না।

মিরজাফরের পুত্র মিরন ছিল সিরাজ-হত্যার মূল নায়ক। সিরাজের মা আমেনার ঘোষিত অভিশাপ অনুযায়ী তাঁবুতে বজ্রপাতে আগুন ধরে গেলে মিরনের মৃত্যু ঘটে।

সিরাজ প্রাণভিক্ষা চাননি। তিনি মুহাম্মদি বেগের কাছে দুই রাকাত নামাজ পড়ার আকুতি জানিয়েছিলেন। মুহাম্মদি বেগ সে সুযোগটুকু দিতে পারেনি। নির্মমভাবে নামাজরত সিরাজকে পেছন দিক থেকে তরবারির আঘাতে শহিদ করে। সেই মুহাম্মদি বেগের মৃত্যু হয়েছিল বিকৃত মস্তিষ্ক নিয়ে অন্ধকার কূপে বিনা কারণে ঝাঁপিয়ে পড়ে। স্রেফ আত্মহত্যার মাধ্যমে।

পলাশির খলনায়ক মিরজাফরের মৃত্যু হয়েছিল প্রাণঘাতী কুষ্ঠরোগে।

জগৎশেঠ এবং আমির চাঁদের মৃত্যু হয়েছিল গঙ্গায় ডুবে। ইয়ার লতিফ নিরুদ্দেশ হয়ে যান। ইতিহাস আজও জানে না এই বিশ্বাসঘাতকের ভাগ্যে কী ঘটেছিল।

প্রথমেই যে মহারাজ নন্দকুমারের কথা উল্লিখিত হয়েছে সেই মহারাজকে ইংরেজ বিচারালয় ফাঁসির আদেশ দেয়। ফাঁসির আসামি হয়ে কারাগারেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন তিনি।

রায়দুর্লভ কারাগারে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েই মৃত্যুর মুখে পতিত হয়েছিলেন।

পলাশির যুদ্ধ শেষ হল। সিংহাসনে বসলেন

মির জাফর। বিজয়লব্ধ অর্থসম্পদ থেকে কলকাতার ইউরোপীয় সম্প্রদায় ৫ লাখ ৫০ হাজার পাউন্ড পেল। হিন্দুদের হাতে গেল ২ লাখ ২০ হাজার পাউন্ড। আর্মেনীয়রা লাভ করল ৭৭ হাজার পাউন্ড। সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী মিলে পেল ২ লাখ ৭৫ হাজার পাউন্ড। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ হিসেবে রবার্ট ক্লাইভ সিংহভাগের অধিকার নিলেন। তাছাড়া মির জাফর তাকে ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন উপঢৌকন দিয়েছিলেন। সব মিলিয়ে রবার্ট ক্লাইভ একাই ২ লাখ ৭৫ হাজার পাউন্ড পেয়েছিলেন। কিন্তু পলাশির যুদ্ধে ইংরেজদের বিজয়ের পর সবচেয়ে বেশি অর্থ যার পাওয়ার কথা ছিল, সেই উমিচাঁদ কিছুই পেলেন না!

ইংরেজরা যুদ্ধে বিজয়ী হলে নবাবের সঞ্চিত অর্থের ৫ শতাংশ তাকে দিতে হবে, দাবি ছিল উমিচাঁদের। সেই সঙ্গে দিতে হবে স্বর্ণালংকারের এক-চতুর্থাংশ। সব মিলিয়ে নবাবের বিরুদ্ধে অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে তাঁর ১০ লাখ পাউন্ড পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তিনি পেলেন অশ্বডিম্ব!

এ প্রসঙ্গে নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিনহা 'দি ইকোনমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' বইয়ে উল্লেখ করেছেন, 'উমিচাঁদের অর্থনৈতিক জুয়া একেবারে মাঠে মারা গেল!'

উমিচাঁদকে ঠকানোর কাজটি করেছিলেন রবার্ট ক্লাইভ।

কোম্পানির মাদ্রাজ কাউন্সিলের সদস্য ও ঐতিহাসিক রবার্ট ওরমের বর্ণনা অনুসারে, স্ক্র্যাফটন উমিচাঁদকে বলেন, 'তোমার সঙ্গে কোম্পানির চুক্তিপত্রটি কৌশল ছিল মাত্র। ওটা জাল চুক্তিপত্র। আসলে তুমি কিছুই পাচ্ছ না।'

এরপর উমিচাঁদ পাগল হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতেন এবং রাস্তায় তাঁর মৃত্যু হয়।

রাজবল্লভ উন্মত্ত পদ্মায় ডুবে মরেছিলেন।

ওয়াটসন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অল্পবয়সে মারা যান।

স্ক্রাফটনের মৃত্যু হয় কলকাতা থেকে বিলাত ফেরার সময় জাহাজডুবিতে।

পলাশির যুদ্ধের অন্যতম খলনায়ক ক্লাইভ ভারতবর্ষ থেকে বিলাতে ফিরে যাওয়ার পর সে দেশের সংসদে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। এই অভিযোগের অপমান সইতে না পেরে বাথরুমে ঢুকে ক্ষুর দিয়ে নিজের গলা নিজে কেটে আত্মহত্যা করেছিলেন।

মিরজাফরকে দোহন করে যখন আর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা রইল না, তখন ভ্যান্সিটার্ট সত্য-মিথ্যা বহু অভিযোগ তুলে মিরজাফরকে অভিযুক্ত করে অবশেষে তাকে বংলার মসনদ থেকে বিতাড়িত করেন। মিরজাফরের পদচ্যুতির ফলে তার জামাতা মির কাশিম বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। মির কাশিম ইংরেজদের হাতে মিরজাফরের মতো ক্রীড়নক থাকতে প্রস্তুত ছিলেন না। পলাশির যুদ্ধের পর থেকে ইংরেজরা যে নীতি ও কর্মপন্থা গ্রহণ করে আসছিল, তাতে কোম্পানির সঙ্গে বাংলার নবাবের মৈত্রী স্থাপন সম্ভব ছিল না। ফলে ইংরেজদের সঙ্গে আরেকটি সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। ১৭৬৪ সালের বক্সার যুদ্ধে মির কাশিম ইংরেজ সেনাপতি মেজর হেক্টর মুনরোর কাছে শোচনীয় পরাজিত হন। পলাশির বিশ্বাসঘাতকতার পর ব্রিটিশরা যে ক্ষমতা লাভ করেছিল তা পরিপূর্ণতা লাভ করল বক্সারের যুদ্ধের পর।

এই ঐতিহাসিক সত্যের প্রেক্ষাপটে বর্তমান বাংলার পরিস্থিতি নিয়ে কয়েকটা কথা।

যেসব বিশ্বাসঘাতকরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি মাথায় করে, তাঁর দেওয়া প্রতীক ব্যবহার করে জনগণের কাছে ভোট চেয়েছেন এবং জনগণ তাঁদের সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁদের বিধায়ক নির্বাচিত করেছেন, তাঁরা যদি আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তৃণমূল কংগ্রেস ভাঙার খেলায় নামেন, আগামীতে তাঁরাও পলাশির ষড়যন্ত্রকারীদের মতো নিয়তি কর্তৃক 'পুরস্কৃত' হবেন। এদের আম ও ছালা, দুই-ই যাবে। বিশ্বাসযোগ্যতা তো যাবেই, বিজেপিতেও কল্কে পাবেন না, ঠিক যেমন মিরজাফরদের দল সেদিন ইংরেজ শিবিরে ভিড়ে কল্কে পায়নি। বিশ্বাসঘাতকদের কেউ বিশ্বাস করে না। অন্য বিশ্বাসঘাতকেরাও করে না।

সেটা প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেসি তথা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বুঝিয়ে দিয়েছেন।

উনি ফাঁস করে না দিলে বিশ্বাসঘাতক কে, সেটা নিয়ে জল্পনা চলত, কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব বহিষ্কারের মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে দোলাচলে ভুগতেন। শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্যেই সব আড়াল সরে গিয়ে সত্যিটা ফাঁস হয়ে গিয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেস গণশত্রুদের চিনে নিয়েছে, সহজেই জনগণকে তাদের চিনিয়ে দিয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পুরসভায় নিয়োগ সংক্রান্ত একটি অভিযোগের তদন্তে সোমবার ইডি দফতরে হাজিরা দিলেন রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ

ছবিতেই স্পষ্ট অভিষেকের উপর হামলায় ছিল কাদের পাকামাথা

প্রতিবেদন : সোনারপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলা ছিল একটি পরিকল্পিত, সমন্বিত এবং রাজনৈতিক আগ্রাসনের ঘটনা। কাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই প্রাণঘাতী হামলা ঘটল, তার প্রমাণই মিলছে ভিডিও ফুটেজে। ছবিতে উঠে আসছে যাদের নাম, তারা স্থানীয় বিজেপির নেতা-কর্মী। বিধায়ক-মন্ত্রীদের ঘনিষ্ঠ। তাহলে কি প্রমাণ হয় না সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার ঘটনার পিছনে ছিল বিজেপির হাত। প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক, কার নির্দেশে ঘটেছিল হামলা। এই পরিকল্পনার নেপথ্য-কারিগর কে?

একের পর এক পরিচিত মুখ উঠে আসছে। আগেই সামনে এসেছিল আকাশ গায়েনের নাম। বিজেপির রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রচারেও তাঁকে দেখা গিয়েছে। তারপর বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা গিয়েছিল ঘটনাস্থলে। এখানেই শেষ নয় উঠে এসেছে আরও নাম। অন্বেষা পালিত। বিজেপির সঙ্গে যুক্ত আরেকজন আক্রমণকারী। অগ্নিমিত্রা পাল ও রূপা গঙ্গোপাধ্যায় কি তাঁকে চিনতে পারছেন? নাকি ঘটনাস্থলে বিজেপি কর্মীদের বসিয়ে দেওয়ার পর তাঁদের সিলেক্টিভ অ্যামনেসিয়া হয়েছে? অপর একজন হলেন সুকান্ত সাহা। স্থানীয় বিজেপি নেতা! তিনিও উপস্থিত ছিলেন? তাঁর ভূমিকা কী ছিল? গুন্ডা জড়ো করা? পাথর ছুঁড়ে মারা? নাকি মহিলা বিজেপি কর্মীদের জন্য ডিম সংগ্রহ করা? সক্রিয় বিজেপি কর্মী ঋষভ সরকারও ছিলেন সেদিনের তাণ্ডবে। তাঁর বাবা গৌতম সরকার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপির মণ্ডল সভাপতি। ঘটনাস্থলে ছিলেন আরও এক বিজেপি কর্মী প্রীতম দাস। তাঁদের সেখানে থাকার নির্দেশ কে দিয়েছিল? তাঁদের কি গ্রেফতার করা হয়েছে? না।

অন্বেষা পালিত, প্রীতম দাস, ঋষভ সরকার ও সুকান্ত সাহা। এরা প্রত্যেকেই সক্রিয় বিজেপি কর্মী। উপস্থিত ছিল সোনারপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর পরিকল্পিত হামলার সময়।

শুভেন্দু অধিকারী কি এই ধরনের অপরাধীদের আড়াল করছেন? হ্যাঁ। রাজ্য জুড়ে কেন্দ্র-সমর্থিত গুন্ডামি চলছে। আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে নতুন সরকারের ২২ দিনেই। বিজেপির সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে এত অনিচ্ছা কেন? বাংলার মানুষ স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছেন কাকে রক্ষা করা হচ্ছে আর কাকে নিশানা করা হচ্ছে। মনে রাখবেন, নিষ্ক্রিয়তা যত দীর্ঘায়িত হবে, রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার সন্দেহ তত জোরালো হবে। প্রমাণিত, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে যা ঘটেছিল, তা জনগণের কোনও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া ছিল না, তা বিজেপিরই পরিকল্পিত ছক।

ডাবল ইঞ্জিনের 'সাফল্য'

কলকাতায় গ্যাসের দাম বেড়ে ৩,২৫৫!

প্রতিবেদন : বিশ্ববাসীর সংকটের মাঝে কেন্দ্রের বিপর্যয়কর নীতি আর দীর্ঘস্থায়ী অনিশ্চয়তায় অর্থনৈতিক ধাক্কা অব্যাহত দেশজুড়ে। ঠিক সেইসময়ই ফের বাণিজ্যিক এলপিজি-র দাম আবারও বাড়ানো হল। এবার ১৯ কেজি ওজনের সিলিন্ডারের দাম বেড়ে হল ৩২৫৫ টাকা! এই জানুয়ারিতে ১৯ কেজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ছিল ১৬৯১ টাকা, তা এখন দিল্লিতে ৩১০০ টাকার গণ্ডি পার করেছে এবং কলকাতায় পৌঁছেছে অভাবনীয় ৩২৫৫ টাকায়। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিবাদে সরব হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

তৃণমূলের তরফে লেখা হয়েছে, ছোট ব্যবসা, রেস্তোরাঁ এবং অসংখ্য মানুষের জীবিকা নির্ভর করে গ্যাসের উপর। সেখানেই বিজেপি সরকারের এই জনবিরোধী নীতির কারণে ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির চাপে প্রতিনিয়ত পিষ্ট হয়ে চলেছেন ব্যবসায়ীরা। এই উদ্বেগের সময়ে পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে মানুষকে স্থিতিশীলতা এবং স্বস্তি দেওয়ার দরকার একটা সরকারের। পরিবর্তে, বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্র উপহার দিয়েছে অর্থনৈতিক সংকট, আকাশছোঁয়া খরচ এবং সীমাহীন দুর্ভোগ।

আর মনে হচ্ছে বাংলা একটি বিশেষ 'ডাবল ইঞ্জিন' উপহার পেয়েছে। দিল্লির তুলনায় কলকাতায় এই মূল্যবৃদ্ধি আরও বেশি তীব্র। রাজ্যের নতুন সরকার আসার আগে বিজেপি অনেক লম্বা-চওড়া কথা বলেছিল। মানুষকে ৪৫০ টাকায় গ্যাস দেওয়ার কথা বলেছিল। কোথায় সেই প্রতিশ্রুতি? শুভেন্দু অধিকারী এখন চুপ। একমাসও হয়নি মিথ্যার ফুলঝুরি ফোটাচ্ছেন তিনি। কথা রাখতে পারেননি। তাই আজ পেট্রোপণ্য থেকে শুরু করে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধিতে ব্যবসাগুলো হিমশিম খাচ্ছে। নাগরিকরা চিন্তিত। তা সত্ত্বেও দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মানুষের এই কষ্ট থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন। বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও।

চুঁচুড়ায় ধৃত দলীয় কর্মীদের খোঁজ নিতে থানায় তৃণমূল সাংসদ রচনা

সংবাদদাতা, হুগলি : চুঁচুড়ায় গ্রেফতার হওয়া দলীয় কর্মীদের খোঁজ নিতে থানায় এলেন হুগলির তৃণমূল সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। চুঁচুড়ার প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মজুমদার-সহ চুঁচুড়া পুরসভার চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান ও কয়েকজন কাউন্সিলর আইন অমান্য করায় গ্রেফতার হয়েছেন। পাঁচজনের জেল হেফাজত হয়েছে, পাঁচজন চুঁচুড়া থানায় আছেন পুলিশ হেফাজতে।

তাঁদের খোঁজ নিতে সোমবার চুঁচুড়ায় আসেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেশ কিছু সময় থানায় আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন। থানা থেকে বেরিয়ে বলেন, আমি তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ, দলের কর্মীদের পাশে থাকা আমার দায়বদ্ধতা। প্রাক্তন বিধায়ক-সহ কয়েকজন গ্রেফতার হয়েছেন। তাঁরা জেলে আছেন। আমার সঙ্গে প্রাক্তন বিধায়কের সম্পর্ক ভাল না। কিন্তু এই সময় কে কটু কথা বলেছে সেটা মনে রাখতে চাই না। জেলখানায় যাওয়ার অনুমতি নেই তাই সেখানে যেতে পারলাম না। কিন্তু আমি ওনাদের সঙ্গে আছি। আগামী দিনে যাতে ওঁরা বিপদে না পড়েন সেটাও দেখা আমার দায়িত্ব।

এরপরই সোনারপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলা প্রসঙ্গে বলেন, যেটা হয়েছে সেটা কখনওই মেনে নিতে পারব না। তিনি একজন সাংসদ। সাংসদের উপরে এরকম আক্রমণ কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

আমরা সবাই এই ঘটনার প্রতিবাদ করছি। এবার সব থেকে ভাল কথা, শাসক দল যারা এসব করেছে তাদের গ্রেফতার করেছে। যারা গ্রেফতার হয়েছে, তারা কারা সেটা পুলিশ খুঁজে বার করবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা বৈঠকে অনুপস্থিত বিধায়কদের প্রসঙ্গে বলেন, সেটা তাঁদের ব্যাপার। দিদি এখন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে প্রাক্তন হতে পারেন, কিন্তু তিনি আমাদের নেত্রী। যখন ডাকবেন নিশ্চয় যাব। নতুন সরকার হয়েছে, দেখা যাক। দলের পরাজয়ে আমরা খুব দুঃখ পেয়েছি। আমার সংসদীয় এলাকা উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাব। আশা করি নতুন সরকারের কাছ থেকেও সহযোগিতা পাব।

নোটিশকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে

প্রতিবেদন : বাড়ির বৈধতার প্রশ্নে কলকাতা পুরসভার নোটিশকে চ্যালেঞ্জ এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা, মা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও লতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের বক্তব্য, তাঁদের ২৯-সি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়ি বৈধভাবে নির্মিত। বৈধ ভাবে নির্মিত বাড়িতে অবৈধ নির্মাণের নোটিশ দিয়েছে পুরসভা। আগামী বুধবার হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চে ওই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। মামলায় আদালতে নোটিশ খারিজের আর্জিও জানানো হয়েছে। সম্প্রতি কলকাতা পুরসভার তরফে বেআইনি অভিযোগে অভিষেকের একাধিক ঠিকানায় নোটিশ পাঠানো হয়। অভিষেক তার উত্তর দিতে কয়েকদিন সময় চেয়েছেন।

এল নিনো : এক দশকে রেকর্ড বৃষ্টির ঘাটতি

প্রতিবেদন : চিন্তায় ফেলছে এল নিনো। বিগত ১০ বছরে শুষ্কতম বর্ষা আসতে চলেছে দেশে। আবহাওয়াবিদদের আশঙ্কা, এল নিনোর প্রভাবে বৃষ্টির ঘাটতি হতে পারে। ২০২৪ ও ২৫ সালে পরিমাপমতো বৃষ্টি হওয়ায় ফসল উৎপাদনে লাভের মুখ দেখেছিলেন কৃষকরা। কিন্তু চলতি বছর এই ধারায় ছেদ পড়তে চলেছে। আবহাওয়াবিদরা বলছেন, ২০১৫ সালে দেশে বর্ষার ঘাটতি হয়েছিল। সেই সময় বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের থেকে ৯০ শতাংশ নিচে চলে গিয়েছিল। তারপর আবার দশ বছর পর এবছর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। যার ফলস্বরূপ দেখা যাবে তীব্র খরা, ফসলহানি এবং তীব্র জলসংকট। মৌসম ভবনের পূর্বাভাস অনুযায়ী চলতে মরশুমে সবথেকে বেশি বৃষ্টি হবে উত্তর-পূর্ব ভারতে। সেখানে বর্ষা স্বাভাবিক থাকবে বলেও পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের। স্বাভাবিকের তুলনায় কম বৃষ্টি হবে মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে বর্ষা দুর্বল হবে। আবহাওয়াবিদরা মনে করেছিলেন এল নিনোর প্রভাব তেমন হয়তো পড়বে না। কিন্তু দিন যত যাচ্ছে এল নিনোর শক্তিশালী প্রভাব পড়তে শুরু করেছে ভারতে আবহাওয়ার উপর। এদিকে কেরলে এখনও বর্ষা প্রবেশ করেনি। মনে করা হচ্ছে, ৪ জুনের পর কেরলে বর্ষা প্রবেশ করতে পারে। অতিরিক্ত গরমের কথা মাথায় রেখে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক পদক্ষেপের পরামর্শ দিয়েছে মৌসম ভবন।

সোমবার খাদ্য ভবনের পাঁচতলা থেকে নিচে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত কৃষি বিপণন দফতরের নোডাল অফিসার তথা যুগ্মসচিব। আহত আধিকারিকের নাম ইন্দ্রজিৎ ভট্টাচার্য

সোনারপুরের ঘটনায় গর্জে উঠলেন সাংসদ কীর্তি আজাদ

অভিষেকের উপর ঘৃণ্য আক্রমণ কেন্দ্র-রাজ্যের মিলিত পরিকল্পনা

প্রতিবেদন : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর বর্বরোচিত আক্রমণ রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের মিলিত গুন্ডামি ছাড়া আর কিছুই নয়। বাংলায় জঙ্গলরাজ চালাচ্ছে বিজেপি, এটা বদল নয়, চরম বদলার রাজনীতি। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে সোনারপুরে আক্রমণ করার ঘটনায় কড়া নিন্দা করলেন তৃণমূলের লোকসভার সাংসদ কীর্তি আজাদ। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর কাপুরুষোচিত ও বর্বরোচিত হামলার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, এই হামলা সম্পূর্ণ পূর্বপরিকল্পিত চক্রান্ত। এরপরেই একাধিক ছবি প্রকাশ্যে এনে বিজেপির রাজনৈতিক হিংসার মুখোশ টেনে খুলে দিয়েছেন এই প্রাক্তন ক্রিকেটার। সোনারপুরের স্থানীয় বাসিন্দারা জানতেন অভিষেক আসবেন। তাঁরা সেই কারণে উত্তেজিত ছিলেন প্রিয় নেতাকে দেখবেন বলে। এমনকি তাঁরা এই ঘটনার পর এও বলেছেন, বিজেপি এই ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়ে তাঁদের এলাকাকে কলুষিত করেছে। স্থানীয়রা কেউ অভিষেকের উপর হামলা করেনি।

ক্ষোভ উগরে দিয়ে কীর্তি আজাদ বলেন,

বাংলায় বর্তমানে কোনA আইন-শৃঙ্খলা নেই। চারদিকে শুধু বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা চলছে। এটা কোনও রাজনৈতিক বদল নয়, এটা আসলে চরম বদলার রাজনীতি। তিনি পরিষ্কার জানান, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বাংলায় বিরোধী দল ও সাধারণ মানুষের ওপর এই অত্যাচার নামিয়ে আনা হয়েছে, যা এখন পুরোপুরি জঙ্গলরাজে পরিণত হয়েছে।

বিজেপি নেত্রী সুস্মিতা দত্ত-সহ একাধিক কর্মীর ভিডিও ও ছবি দেখান কীর্তি আজাদ। যেখানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়ি লক্ষ্য করে ইট, পাথর ছুঁড়তে দেখা গেছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, অমিত শাহ, শুভেন্দু অধিকারী এবং অগ্নিমিত্রা পালের মতো শীর্ষ বিজেপি নেতাদের সাথে যাদের ওঠাবসা, তারা কীভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে এই তাণ্ডব চালানোর সাহস পায়? তৃণমূল সাংসদ সরাসরি তোপ দেগে প্রশ্ন তোলেন, এটাই কি তবে বিজেপির সেই বহুচর্চিত পরিবর্তন?

পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। ওই ঘটনার দিন স্পষ্ট দেখা গিয়েছে, দুষ্কৃতীরা প্রকাশ্য রাস্তায় বিরোধী নেতাদের ওপর হামলা চালাচ্ছে আর পুলিশ তাদের উল্টে সুরক্ষা দিচ্ছে এবং খাবারের প্যাকেট সরবরাহ করছে।

বিজেপির এই প্রতিহিংসার নোংরা রাজনীতির সামনে তৃণমূল কংগ্রেস যে কোনওভাবেই মাথা নত করবে না, তা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। এই বর্বরোচিত আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার্থে তৃণমূল রাজপথে নেমে তীব্র গণ-আন্দোলন গড়ে তুলবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

কথা দিয়েও মঙ্গলাহাটের

(প্রথম পাতার পর) অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু এই সোমবার আবার ফুটপাথে রেলিংয়ের ওপাশে ব্যবসা বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হলে ছোট ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। হাজার হাজার ব্যবসায়ী ম্যাটাডোরে করে হাটে জিনিসপত্র নিয়ে এলেও পুলিশের পক্ষ থেকে তাঁদের ফুটপাথে বসার অনুমতি দেওয়া হয়নি। বিক্রেতারা সংঘবদ্ধ হয়ে বঙ্কিম সেতুর নিচে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পরে তাঁরা হাওড়া থানার দিকে এগিয়ে গেলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। মঙ্গলাহাট ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিবাদে সরব হয়। সমিতির সভাপতি মলয় দত্ত বলেন, নিত্যধন মুখার্জি রোড, চার্চ রোড, মহাত্মা গান্ধী রোড, রিং রোডে প্রায় ৩০ হাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এইসব ছোট ব্যবসায়ীদের সঙ্গে একাধিক মানুষের রুটি রুজি জড়িয়ে আছে। অথচ পুলিশ কোনও নোটিশ না দিয়ে তাদের তুলে দিল! সামনে পুজোর আগে তারা খাবে কী! কী করে তাঁদের সংসার চলবে? এই মর্মে তাঁরা জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপিও জমা দেন। প্রয়োজনে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন বলে জানান তাঁরা। ব্যবসায়ীরা বলেন, গত মঙ্গলবার পুলিশের পক্ষ থেকে ফুটপাথে ব্যবসা করার অনুমতি দিলেও রাস্তায় বসতে দেয়নি। তাতেও তারা আপত্তি জানাননি। এক সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই প্রশাসন মারমুখী হয়ে তাঁদের উচ্ছেদ করে দিল। এভাবে আচমকা ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ায় তাঁরা চরম বিপাকে পড়েছেন। তাঁরা চান ভোর চারটে থেকে সকাল ন'টা পর্যন্ত ব্যবসা করতে অনুমতি দেওয়া হোক। বিকল্প ব্যবস্থা করুক প্রশাসন। কিন্তু এই সরকার, এই প্রশাসন মানবিকতার ধার ধারে না। তাঁদের বিবেকবোধ নেই। বিজেপির রাজত্বে পুলিশ-প্রশাসন তাই কড়া নজরদারি শুরু করেছে, যাতে হকাররা কোনওমতেই রাস্তায় বসে ব্যবসা করতে না পারে। দিনভর বিশাল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান মোতায়েন রয়েছে। তাঁদের সাফ কথা, ফুটপাথ ও রাস্তায় বসে ব্যবসা করা যাবে না। কেউ এই নির্দেশ না মানলে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এই ঘটনায় ফের একবার প্রমাণিত হল এই সরকার সাধারণ মানুষের নয়। সাধারণের কষ্ট তারা বুঝবে না।

পারলে গ্রেফতার করুক

(প্রথম পাতার পর) পুলিশ বলছে এখান থেকে মিটিং শিফট করুন। মঙ্গলবার অনুষ্ঠান। এখন কী করে জায়গা বদল করব? আপনারা আগেই বলে দিতে পারতেন এখানে কর্মসূচি করা যাবে না! সেখানে করব। এখন মিছিল-মিটিং করার অনুমতি চাইতে হচ্ছে। হকারদের অনুমতি চাইতে হচ্ছে। রাস্তায় একটা ধরনা দেওয়া কি অমাঙ্গলিক? নেত্রীর সংযোজন, বেলা দশটা থেকে আমাদের বুকিং করা আছে। আমি বেলা ২টো নাগাদ যাব। আপনারাও আসবেন। মারলে মার খাব, গ্রেফতার হলে হব। পুলিশ তৃণমূল দল ভাঙতে মাঠে নেমেছে, এটা কি পুলিশের কাজ? আমাকে বাংলায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন করতে না দিলে দিল্লিতে গিয়ে করব। ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকও আছে খুব তাড়াতাড়ি। আমাকে ছেড়ে রাখলে আপনাদের বিপদ। আমি মাথা নত করি না। বড়জোর আপনারা আমাকে মেরে ফেলতে পারেন।

এদিন ফের গায়ের জোরে নির্বাচন জেতার প্রসঙ্গ তোলেন নেত্রী। বলেন, মেশিন হ্যাক হয়েছে। ১৭৭টা আসনে এ জিনিস হয়েছে। আমি নিজে ভুক্তভোগী। যখন ১৩ হাজার ভোটে জিতছিলাম তখন আমাকে মেরে বের করে দেওয়া হয়েছে। নেত্রী বলেন, কী করেছেন বকরি ইদে! বিরাট একটা কমিউনিটি যন্ত্রণা ভোগ করছে। একটা মিছিল-মিটিং করতে দিচ্ছে না। তৃণমূলের আড়াই হাজার পার্টি অফিস ভেঙে দিয়েছে। কর্মীদের মারছে। বাড়ি থেকে বের হতে দিচ্ছে না। বিধায়কদের ভয় দেখাচ্ছে। তাদের পুলিশ দিয়ে বলানো হচ্ছে, যদি আপনি তৃণমূলের বৈঠকে যান তবে আপনাকে আজ গাঁজা কেস দেওয়া হবে। আপনাকে গ্রেফতার করা হবে। এনআইএ আপনাকে ধরবে— এটা কোন গণতন্ত্রের নমুনা! সব গ্রাস করতে চায়। অত্যাচারের সমস্ত সীমা লঙ্ঘন হয়ে গিয়েছে। অন্যান্য রাজ্যেও তো নির্বাচন হয়েছে! এখানে তো এরকম কিছু হয়নি তবে কেন টার্গেট বাংলা!

নেত্রী বলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেভাবে আপনারা আক্রমণ করলেন! যারা বাঁচাতে গেল তাদের গ্রেফতার করলেন। বিজেপি নেতাদের ছবি রয়েছে সেখানে। লোকাল কয়েকজন মাত্র ছিল। বাইরে থেকে আনা হয়েছে, খাবারের প্যাকেট আনা হয়েছে। এর মধ্যে আরও অনেক কাণ্ড হয়েছে লজ্জাজনক কাণ্ড। যদি হেলমেট না পরত এমনভাবে পাথর ছুঁড়েছিল মাথায় লাগলে স্পট ডেড হয়ে যেত। তার পরও বিজেপি সভাপতি বলছেন গর্ব করে, বেঁচে তো আছে! আপনাদের আমরা দুধে-আলতায় রেখেছিলাম। আর আপনারা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস করছেন পুলিশকে দিয়ে বন্দুক দিয়ে। আয়নায় নিজেদের মুখটা দেখুন। তৃণমূল কংগ্রেসকে আপনারা ভাঙতে চান! যতই চেষ্টা করুন এই দল আরও শক্তিশালী হবে। বড় বড় কথা বলছেন নিজেদের সম্পদ বাঁচানোর জন্য অনেক নেতা। এখানে প্রশাসন সন্ত্রাস চালাচ্ছে। যারা রক্ষক তারাই ভক্ষক হয়ে গেছে। আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। হিটলারও এরকম অন্ধকার ইতিহাস তৈরি করতে পারেনি।

লেকটাউন থেকে সরল মেসির মূর্তি

ট্রেলারের উপর শোয়ানো মেসির মূর্তি। সোমবার লেকটাউনে।

প্রতিবেদন : সপ্তাহের প্রথম দিনেই লেকটাউন থেকে সরানো হল মেসির বিশাল মূর্তি। বিগত এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরেই মেসির মূর্তি ঘিরে জল্পনাকল্পনা চলছিল। সোমবার সকাল থেকে মূর্তিটি বেদি থেকে নামিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়। পূর্ত দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, মূর্তিটি পাটাতন থেকে সরিয়ে প্রথমে রাস্তায় নামানো হয়, তার পরে ট্রাকে তোলা হয়। মূর্তি তোলার জন্য হাইড্রলিক ক্রেন আনা হয়েছিল। আপাতত মূর্তির রক্ষণাবেক্ষণে থাকবে পূর্ত দফতর। এরপর মেসি মূর্তির স্থান হবে নিউটাউনের ইকো পার্কে। শোনা যাচ্ছে, নিচের প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা কমিয়ে, এই মূর্তি ফের নিজের জায়গায় বসানো হতে পারে। অথবা এই মূর্তি নিয়ে চলে যাওয়া হবে পারে ইকোপার্কে। ভিআইপি রোড পারাপারের জন্য লেকটাউনের যে এলাকায় ভূগর্ভস্থ পথ তৈরি হয়েছে, তার উপরের অংশে বসানো ছিল মেসির মূর্তি। গত বছরের ডিসেম্বরের মেসির কলকাতা সফরের সময়ে এই মূর্তির উন্মোচন হয়। গত সোমবার পূর্ত দফতরের আধিকারিকরা প্রথম দফায় পরিদর্শন করেন। এর পরের দিন দ্বিতীয় দফায় সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে যান আধিকারিকরা। তাঁরা ঘটনাস্থল এবং মূর্তির ভিত খুঁটিয়ে দেখেন। পাশাপাশি একজন স্থাপত্য বিশেষজ্ঞ তথা অধ্যাপককেও নিয়ে যাওয়া হয়। শিল্পী মন্টি পালকে ডেকে আলোচনা করা হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, উপরের মূর্তিটিকে অক্ষত রেখে সরানোর পরিকল্পনা হয়। নিচের বেসমেন্টটি আর সরানো হবে না। যাতে বড়সড় কোনও বিপদ না হয়, তার জন্য সতর্ক ছিল পূর্ত দফতর। আগেই মূর্তিটির চারদিকে দড়ি বেঁধে রাখা হয়। জল্পনা ছড়ায়, যুবভারতীর মূর্তির মতো এটিকেও কি ভেঙে ফেলা হবে? কিন্তু মেসির মতো আইকনের মূর্তি ভাঙলে ভুল বার্তা যাবে, তাই সেটিকে স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা করা হয়।

বহিষ্কৃত নেতা

সংবাদদাতা, হুগলি : জিরো টলারেন্স নীতিতে অনড় তৃণমূল কংগ্রেস। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময় বলেন, কোনওরকম অন্যায়কে দল প্রশ্রয় দেবে না। সেইমতোই নেওয়া হয় ব্যবস্থাও। এবার দলবিরোধী কার্যকলাপের জন্য হুগলি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সুবীর মুখোপাধ্যায়কে সাসপেন্ড করল দল। সোমবার হুগলি শ্রীরামপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অরিন্দম গুঁই সুবীরবাবুকে দলের পক্ষ থেকে চিঠি মারফত সাসপেনশনের বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছেন। সাসপেনশন লেটারে বলা হয়েছে যে বেশ কিছুদিন ধরে সুবীরবাবু দলবিরোধী নানা ধরনের কথাবার্তা বলছেন এবং এর ফলে দলের ভাবমূর্তির ক্ষতি হচ্ছে।

দুই 'বিভীষণ'কে

(প্রথম পাতার পর) তৃণমূল কংগ্রেস বুক দিয়ে আগলে রেখেছিল। রাজ্যসভায় পাঠিয়েছিল। আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি করেছিল। তাঁর একবার মনে হল না দল তাঁকে টিকিট দিয়ে জিতিয়ে এনেছে। পার্টি জিতলে তো মন্ত্রী হতেন! সব সময় ক্ষমতার সঙ্গে থাকতে হবে, ক্ষমতার গুডবুকে থাকতে হবে! আর সন্দীপন সাহা? তিনি তো স্বর্ণকমল সাহার ছেলে বলে টিকিট পেয়েছেন! অন্য একজনকে কেটে তাঁকে টিকিট দেওয়া হয়েছে। তবে সেই স্বপন সমাদ্দার কী দোষ করেছিল! দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ সামনে রেখে তাঁর ছবি সামনে রেখে তৃণমূলের প্রতীকে জিতেছে। আর এখন দলের ভেতরকার কথা সরাসরি অধ্যক্ষকে জানাচ্ছেন!

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

2 June, 2026 • Tuesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
২ জুন ২০২৬
মঙ্গলবার

ডুয়ার্সের চা-বাগান এলাকা থেকে উদ্ধার হল ১৪ ফুটের অজগর সাপ। স্থানীয়রা সাপটিকে দেখতে পেয়ে বন দফতরে খবর দেন

সরকারি বাসে মিলল না ফ্রি পরিষেবা, ক্ষুব্ধ মহিলারা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের পর এবার সরকারি বাসের ফ্রি পরিষেবা নিয়ে বিজেপির জুমলা। ১ জুন থেকে এই পরিষেবা সব মহিলারা পাবেন বলে রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়। কিন্তু কোথায় সেই পরিষেবা? জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে সরকারি বাসে উঠেও বিনামূল্যে পরিষেবা না পেয়ে নেমে গেলেন মহিলা। বেসরকারি বাসে যেতে হল টিকিট কেটে। জানা গিয়েছে, ফালাকাটা থেকে সরকারি বাসে তিনজন মহিলা যাত্রী ওঠেন। সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াতের কথা থাকলেও বাসের কন্ডাক্টর তিনজনকে মহিলাকে নামিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ওই মহিলারা সরকারের ঘোষণার কথা উল্লেখ করে বলেন আমরা বিনা পয়সায় যাব, আমাদের টিকিট এবং সিট দেওয়া হোক। বাসের মধ্যে সিট থাকলেও সেখানে তাঁদের বসতে দেওয়া হয়নি। ধূপগুড়ি বাস টার্মিনাসে তাঁদের বাস থেকে নামিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে ওই তিন মহিলা ধূপগুড়ি থেকে একটি বেসরকারি বাসে করে নিজেদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হন। ঘটনার পর যাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

এদিকে, সরকারের ঘোষণার প্রথম দিনেই এমন অভিযোগ সামনে আসায় এলাকাজুড়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে আজ থেকে সরকারি বাসে সমস্ত মহিলারা বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন। সেই ঘোষণার পর ধূপগুড়ি-ফালাকাটা রুটে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে তরজা।

সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন ধূপগুড়ির মহিলা

ইতিমধ্যেই ঘটনাটির একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওটি ঘিরে নেটিজেনদের মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। যদিও অভিযোগের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট পরিবহণ কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

হাসপাতালে কুকুরের দৌরাত্ম্য, প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

প্রতিবেদন : তলানিতে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের পরিষেবা। মানুষের দেহাংশ নিয়ে কুকুরের দৌড়ের দৃশ্য চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতেই যদি এভাবে পথকুকুররা ঘুরে বেড়ায়, তাহলে রোগীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা কী পরিস্থিতিতে রয়েছে, তা নিয়ে সেই সময় নাগরিক মহলে প্রশ্ন উঠেছিল। এবার একই ছবি না দেখা গেলেও দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের করিডরে দেখা মিলল পথকুকুরের। রবিবারের বাজারে দিব্যি করিডরে বাবুয়ানা মেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। যদিও তাকে সরানোর কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি হাসপাতালের কর্মীদের মধ্যে।

হাসপাতালে শয্যায় কুকুর

একদিকে যখন স্ট্রেচারে রোগী, হাসপাতালের করিডরে উৎকণ্ঠায় থাকা রোগীর পরিজনরা, ঠিক তখন হাসপাতাল করিডরে পথকুকুরের উপস্থিতি যেন রোগী ও তাঁদের পরিজনদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে।

হাসপাতালে মহিলা, শিশু ও নবজাতক শিশুদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ রয়েছে। যেখানে কড়া নজরদারি একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সেই জায়গাতেই যদি অবাধে পথকুকুর ঘুরে বেড়ায়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়ে রোগী ও তাঁদের পরিজনদের মধ্যে। তবে রোগীর পরিজনরা বলছেন, এই দৃশ্য প্রথম নয়। এর আগেও এমার্জেন্সি বিভাগের ভিতরের করিডরে একাধিক পথকুকুরকে শুয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। বর্তমানে হাসপাতালে দ্বিতল থেকে তৃতীয় তলের করিডরেও অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে একাধিক পথকুকুর। শিশুদের পরিজনরা সবচাইতে বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা প্রশ্ন তুলছেন হাসপাতাল প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে।

পুরসভার বৈঠক

আগামী ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের প্রস্তুতি নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়। এবারের পরিবেশ দিবসের থিম রয়েছে মায়ের উদ্দেশ্যে একটি গাছ রোপণ। এই থিমকে সামনে রেখে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এছাড়াও বনমহোৎসব উপলক্ষে বৃহৎ আকারে বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। গত বছর পুরনিগমের উদ্যোগে ১০ হাজার গাছ লাগানো হয়েছিল এবং সেই গাছগুলির অধিকাংশই এখনও বেঁচে রয়েছে। সেই সাফল্যকে সামনে রেখে এবার আরও বেশি সংখ্যক গাছ লাগানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিজেপির বুলডোজার গুঁড়িয়ে দিল দোকান

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: রাজ্যজুড়ে বুলডোজার রাত। বিজেপির বুলডোজার নির্মমভাবে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে দোকান-পাট। কর্মহীন হচ্ছেন বহু মানুষ। ভেঙে ফেলা হচ্ছে একের পর এক বিশ্ববাংলা লোগো। সোমবার উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার শহরের চৌরাস্তা মোড় এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযান চালাল জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ । ২০২১ সালে তৈরি করা দুটি 'বিশ্ববাংলা' লোগো এবং রাস্তার দু'ধারে গজিয়ে ওঠা একাধিক অস্থায়ী দোকানপাট বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এই উচ্ছেদ অভিযানকে কেন্দ্র করে এদিন এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। তৎকালীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে ইটাহার শহরের চৌরাস্তা মোড়ে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের একেবারে গা ঘেঁষে বিশাল 'বিশ্ববাংলা' লোগো সংবলিত কাঠামো তৈরি করা হয়েছিল। কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে একে একে ভেঙে ফেলা হয় 'বিশ্ববাংলা' লোগো, ফুটপাথ ও সড়কের জায়গা দখল করে থাকা একাধিক অস্থায়ী দোকানঘর। প্রসঙ্গত, রাস্তার ধারে থাকার দোকান পার্টি শুধু নয়, ভোট লুট করে জেতার পর থেকেই বিজেপি রাজ্যজুড়ে অরাজকতার রাজনীতি করছে। নির্বিচারে উচ্ছেদ করা হচ্ছে হকারদের। ১৫ দিনের নোটিশ ছড়িয়ে বাস্তুহারা করা হচ্ছে বহু সাধারণ মানুষকে। জোর করে অবৈধ নির্মাণ বলে দাগিয়ে একের পর এক ভেঙে ফেলা হচ্ছে বসতবাড়ি। কর্মহীন বাস্তুহীন হচ্ছেন বহু মানুষ। উচ্ছেদের পরেও পুনর্বাসনের কোনরকম ঘোষণা করা হচ্ছে না। বিজেপি সরকারের এই স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অসহায় মানুষেরা। তাঁরা জানতে চাইছেন প্রকল্প থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের রুজি রুটি নিয়েও বিজেপির এই তান্ডব কেন?

এভাবেই নির্বিচারে চলছে বুলডোজার।

চাঁচলে বৃদ্ধা খুন

সংবাদদাতা, মালদহ: চাঁচলে এক বৃদ্ধার রহস্যজনক খুনকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। রবিবার গভীর রাতে চাঁচল থানার কলিগ্রাম অঞ্চলের দক্ষিণপাড়া এলাকায় নিজের বাড়িতে খুন অবস্থায় উদ্ধার হলেন ৭০ বছর বয়সি আরতি দাস। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আরতি দেবীর তিন মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে এবং ছেলে কর্মসূত্রে কলকাতায় থাকেন। ফলে দীর্ঘদিন ধরেই তিনি বাড়িতে একাই বসবাস করতেন। অভিযোগ, সেই সুযোগকেই কাজে লাগায় দুষ্কৃতীরা। রবিবার রাতে তাঁর ঘরে ঢুকে ধারালো সাঁড়াশির আঘাতে নৃশংসভাবে খুন করা হয় তাঁকে। সোমবার সকালে ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে চাঁচল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পাশাপাশি ঘটনার তদন্তও শুরু হয়েছে। পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীদের দাবি, আরতি দেবীর সঙ্গে কারও কোনও শত্রুতা ছিল না। ফলে কী কারণে এই খুন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

হাতির হানা

প্রতিবেদন: আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটায় ফের হাতির হানা। সোমবার রাতে একদল হাতেই ঢুকে পড়ে লোকালয়ে। পরপর দু'তিনটি বাড়ি ভেঙে দেয়। বন দফতরকে খবর দেওয়া হলেও বহুক্ষণ পরে এসে ঘটনাস্থলে পৌঁছন বনকর্মীরা বলে অভিযোগ। এ নিয়ে সাতদিনের মধ্যে প্রায় চারবার হাতির তান্ডবের শিকার হলেন ফালাকাটার বাসিন্দারা।

লুপার পোকায় ক্ষতিগ্রস্ত চা চাষ, পাশে নেই কৃষি দফতর

প্রতিবেদন : প্রবল গরমে বেড়েছে লুপার প্রকার প্রভাব। সবুজ চা-পাতা লাল হয়ে ঝরে যাচ্ছে। বিরাট ক্ষতির মুখে কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের চা-চাষিরা। ক্ষুদ্র চা-চাষিদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ক্রমশ চওড়া হচ্ছে। একদিকে বৃষ্টির অভাবে চা-বাগানের সবুজ পাতা লাল হয়ে যাচ্ছে। রীতিমতো নিয়মিত বাগানে জলসেচ করেও কোনও সুরাহা হচ্ছে না। অন্যদিকে লাল পোকা, লুপার সহ বিভিন্ন রোগপোকার আক্রমণে আতঙ্কিত চাষিদের একটা বড় অংশ। ক্ষুদ্র চাষিদের অনেকেই বাজার থেকে ঋণ নিয়ে চাষের কাজ করেন। সেক্ষেত্রে গরমের সঙ্গে রোগপোকার হামলায় ক্ষতি বাড়ার আশঙ্কা।

চা-চাষিদের অভিযোগ, এই সংকটের দিনে পাশে নেই কৃষি দফতর। সানিয়াজান ক্ষুদ্র চা-চাষি সমিতির সম্পাদক আশরাফুল আজাদের মন্তব্য, ব্লকে প্রায় ১০ হাজারের বেশি ক্ষুদ্র চা-চাষি আছেন। বাগান থেকে পাতা তুলে শুধু মেখলিগঞ্জে নয়, বাইরের জেলাতেও সরবরাহ করা হয়। কিন্তু শুকনো লালচে হয়ে যাওয়া পাতা কেউ কিনতে চান না। সঙ্গে লুপারের জন্য উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

তাঁর সংযোজন, বড় বাগানগুলোর ক্ষতি সামলানোর ক্ষমতা আছে। বিপাকে পড়বে ছোট বাগানগুলো। চা-চাষে শস্যবিমার মতো ব্যবস্থা থাকলে ভাল হত। চ্যাংড়াবান্ধার ক্ষুদ্র চা-চাষি জয়দেব অধিকারী বললেন, অনেকদিন বৃষ্টির দেখা মেলেনি। জলের অভাবে পাতা খারাপ হচ্ছে, গাছও শুকিয়ে যাচ্ছে। শুধু কৃষকরা নন, চা-শিল্প নিয়ে চিন্তিত কারখানার মালিকরাও। লুপার থেকে বাঁচতে কৃষকদের নিমতেল ও কীটনাশক ব্যবহারের পরামর্শ দিলেও জলের অভাবে ওষুধ কাজ করছে না।

আমার বাংলা
2 June, 2026 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হাতি রামলালকে জ্বলন্ত মশালের ছ্যাঁকা, ভাইরাল ভিডিও ঘিরে চাঞ্চল্য

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : হাতি নিয়ে বন দফতর একের পর এক সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালালেও এখনও হুঁশ ফেরেনি একাংশ মানুষের। হাতির আক্রমণে মানুষের মৃত্যু বা ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে যখন বন দফতরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, তখনই উল্টো ছবি সামনে আসছে— ক্রমাগত মানুষের হাতেই নিগৃহীত হচ্ছে বন্যপ্রাণী।

সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যদিও ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি জাগো বাংলা। সেই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, হাতে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে কয়েকজন ব্যক্তি জঙ্গলমহলের জনপ্রিয় হাতি 'রামলাল'-কে বারবার ছ্যাঁকা দিচ্ছেন। যন্ত্রণায় ক্ষিপ্ত হাতিটিকে বারবার পা তুলে তেড়ে আসতে দেখা যায়। ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভ ছড়িয়েছে বিভিন্ন মহলে।

উল্লেখ্য, গত বছর ঝাড়গ্রাম শহরের রাজ

কলেজ সংলগ্ন এলাকায় একটি অন্তঃসত্ত্বা হাতিকে জ্বলন্ত লোহার শলাকা দিয়ে বিদ্ধ করার অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনায় যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে অসহায়ভাবে ছুটে বেড়াতে দেখা গিয়েছিল হাতিটিকে। পরে তার মৃত্যুও হয়। সেই নৃশংস ও মর্মান্তিক ঘটনার স্মৃতি এখনও টাটকা। কিন্তু তার পরেও হাতিদের বিরক্ত করা এবং শারীরিকভাবে নির্যাতনের ঘটনা বন্ধ হয়নি। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ভাইরাল হওয়া ভিডিওটি ঝাড়গ্রাম ডিভিশনের কোনও একটি জঙ্গল এলাকার বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। যদিও এই বিষয়ে কোনও বন আধিকারিক মুখ খুলতে চাননি। বনদফতর এবং হাতি সংরক্ষণে কাজ করা বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে মানুষকে সতর্ক করা হয়— হাতির গতিপথে বাধা না দেওয়া, তাদের বিরক্ত না করা, কাছে না যাওয়া এবং ভোর কিংবা সন্ধ্যার পর জঙ্গলপথ এড়িয়ে চলার জন্য। কিন্তু সেই বার্তা এখনও অনেকের কাছে পৌঁছয়নি বলেই মনে করছেন পরিবেশপ্রেমীরা।

ডেবরায় বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে, আহত এক নেতা

সংবাদদাতা, ডেবরা : রাজ্যে পালাবদলের পর এবার পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরায় প্রকাশ্যে সামনে এল বিজেপির অন্তর্দ্বন্দ্ব। সোমবার দুপুরে ডেবরা ব্লকের হরিদ্রাপাট এলাকায় বিজেপির দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়। ঘটনায় দেবাশিস প্রামাণিক নামে এক বিজেপি নেতা আক্রান্ত হয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। অভিযোগ,

আহত দেবাশিস প্রামাণিক।

এলাকায় একটি দোকানে শিশুদের দুধ সরবরাহ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রাখা হয়েছিল। সেই বিষয়েই খোঁজখবর নিতে যান দেবাশিস। অভিযোগ, সেই সময়ই একদল বিজেপি কর্মী তাঁর উপর চড়াও হয়। বচসা থেকে শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি ও মারধর। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আহত অবস্থায় দেবাশিসকে উদ্ধার করে তাঁর অনুগামীরা দ্রুত ডেবরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই বিজেপির অন্দরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে জেলা বিজেপি নেতৃত্বের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। আক্রান্ত নেতার ঘনিষ্ঠদের দাবি, পুরো ঘটনার বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে সূত্রের খবর। অপরদিকে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই বিজেপি নেতা মোজাব্বেল হোসেন এবং মতিবুর রহমানের দাবি, তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে মিশে এলাকায় ঝামেলা করতে আসছে। উনি কোনওদিন আরএসএস করেন না। কিছুদিন আগে প্রাক্তন বিধায়কের হাত ধরে তৃণমূল করতেন। উনি কবে বিজেপি হলেন আমরা জানতেই পারলাম না। উনি টাকার বিনিময়ে এইসব করছেন। যদিও দেবাশিসের অভিযোগ, ওরা বাচ্চার দুধ দেওয়া বন্ধ করেছে দোকানে। তা জানতে চাওয়াটাই আমার অন্যায়। আমাকে বেধড়ক মেরেছে। আমি বিচার চাই।

বিদ্যুৎহীন মাধাইপুর, ইসিএলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : পশ্চিম বর্ধমান জেলার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার গোগলা গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত মাধাইপুর-হদেরডাঙা গ্রামে টানা দিন দশেক বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ থাকায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন গ্রামবাসী। তীব্র দাবদাহের মধ্যে বিদ্যুৎহীন অবস্থায় চরম দুর্ভোগের শিকার হওয়ায় মঙ্গলবার মাধাইপুর কোলিয়ারির সামনে বিক্ষোভে সামিল হন এলাকার বাসিন্দারা। জানা গিয়েছে, গ্রামের ট্রান্সফরমার পুড়ে যাওয়ার পর থেকেই বিদ্যুৎ পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে রয়েছে। ফলে প্রচণ্ড গরমে নিত্যদিনের কাজকর্ম থেকে শুরু করে পানীয় জল, পড়াশোনা এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। দীর্ঘদিন সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষের কাছে বিদ্যুৎ সংযোগ পুনরায় চালুর দাবিতে বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভে অংশ নিয়ে গ্রামবাসী সুকুমার ঘোষ অভিযোগ করেন, ইসিএলের সঙ্গে গ্রামের একটি সমঝোতা ছিল। সেই অনুযায়ী গ্রামের মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবেন এবং বিনিময়ে বিদ্যুৎ-সহ প্রয়োজনীয় পরিষেবা পাবেন। কিন্তু বর্তমানে সেই বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, প্রায় দশ দিন গোটা গ্রাম অন্ধকারে ডুবে। দ্রুত বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু না হলে গ্রামবাসীরা ইসিএল-এর বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামবেন। আপাতত এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ফরিদপুর থানার

পুলিশ। মাধাইপুর কোলিয়ারির এজেন্ট ও কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরাও সেখানে উপস্থিত হন। পরে গ্রামবাসীদের প্রতিনিধি, কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের আধিকারিকদের নিয়ে একটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়। দীর্ঘক্ষণ আলোচনা চললেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান সূত্র বের হয়নি। কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি ইসতাক হোসেন জানান, ইসিএল-এর স্পষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে, কোনও বেআইনি বিদ্যুৎ সংযোগ রাখা যাবে না। সেই কারণেই ধাপে ধাপে সমস্ত বেআইনি লাইন বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, ইসিএল বর্তমানে ব্যাপক আর্থিক চাপে রয়েছে। শুধু এই খনিতেই প্রতি মাসে প্রায় ১১ কোটি টাকার বিদ্যুৎ বিল দিতে হচ্ছে। সংস্থার পক্ষে এভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব নয়।

বহরমপুর তৃণমূল কাউন্সিলরদের ভয় দেখানো হচ্ছে বলে অভিযোগ

সাংবাদিক বৈঠকে নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায় ও অন্যেরা।

সংবাদদাতা, বহরমপুর : তৃণমূল কাউন্সিলরদের ভয় দেখাচ্ছে কংগ্রেস। এরকমটাই অভিযোগ করলেন বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ও তৃণমূল কাউন্সিলররা। সোমবার বিকেলে তৃণমূল পরিচালিত বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায় অভিযোগ তুলে বলেন, অধীর চৌধুরির লোকজন দলে টানার জন্য ভয় দেখাচ্ছে তৃণমূল কাউন্সিলরদের। কয়েকজন কাউন্সিলর-সহ মোট ছয়জনকে ভয় দেখিয়েছে কংগ্রেস বলে অভিযোগ। নাড়ুগোপাল বলেন, অধীর বারবার বলেন দুর্নীতিগ্রস্ত বহরমপুর পুরসভা। তৃণমূল পরিচালিত পুরসভা যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হয় তাহলে কাউন্সিলরদের নিয়ে টানাটানি কেন করছেন অধীর, প্রশ্ন তুলেছেন চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল। কাকলি গোস্বামী এবং গোপা হালদার নামে দুই তৃণমূল কাউন্সিলর সরাসরি অভিযোগ তুলেছেন কংগ্রেসের দিকে। স্থানীয় বিশিষ্ট এক ব্যবসায়ী-সহ এক কংগ্রেস কাউন্সিলর এবং বিভিন্ন লোকজন দিন কয়েক ধরে তাঁদের চমকাচ্ছে, ধমকাচ্ছে বলে অভিযোগ। বাড়িতে লোক গিয়ে হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ তৃণমূল কাউন্সিলরদের। আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন ওই তৃণমূল কাউন্সিলরা। মহিলা কাউন্সিলররা বলেন, বহরমপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তাঁরা। সোমবার সকালে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি অধীর সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন।

জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা কমাতে পুলিশের উদ্যোগ

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : জাতীয় সড়কে ক্রমবর্ধমান দুর্ঘটনা রোধে উদ্যোগী হল আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট। সোমবার কমিশনারেটের ট্রাফিক বিভাগের উদ্যোগে স্থানীয় থানা এবং জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষের আধিকারিকদের নিয়ে একটি যৌথ পরিদর্শন অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানে জাতীয় মহাসড়কের সেই সমস্ত এলাকা পরিদর্শন করা হয়, যেখানে তুলনামূলকভাবে বেশি সংখ্যক দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থানগুলির বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকরা। এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ডিসি ট্রাফিক পিভিজি সতীশ পশুমার্থী জানান, জাতীয় সড়কে

পুলিশ আধিকারিকেরা বিভিন্ন মোড়ে গিয়ে কথা বলছেন।

যে এলাকাগুলিতে দুর্ঘটনার হার বেশি, সেগুলিকে চিহ্নিত করে সোমবার থেকে বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে। ওইসব স্থানে দুর্ঘটনার কারণ, রাস্তার অবস্থা, যান চলাচলের ধরণ এবং অন্যান্য পরিকাঠামোগত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হয়েছে।

আসানসোল-দুর্গাপুর

তিনি আরও জানান, এই যৌথ অভিযানে ট্র্যাফিক বিভাগের পাশাপাশি স্থানীয় থানার পুলিশ, মোটরযান বিভাগের আধিকারিক এবং জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছেন। ভবিষ্যতে জাতীয় মহাসড়কে দুর্ঘটনার সংখ্যা কমিয়ে আনতে এবং পথ নিরাপত্তা আরও জোরদার করতেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশাসনের আশা, বিভিন্ন দফতরের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকাগুলিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে এবং তার ফলে জাতীয় মহাসড়কে সড়ক দুর্ঘটনার হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

2 June, 2026 • Tuesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
২ জুন ২০২৬
মঙ্গলবার

পূর্ব বর্ধমান জেলা বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি পিন্টু সাম এবং জেলা সম্পাদক দেবজ্যোতি সিংহরায়ের বিরুদ্ধে এক কোটি টাকা তোলাবাজির অভিযোগ করলেন নবাবহাট ফাগুপুর এলাকার ব্যবসায়ী শেখ হালিম

শহিদুলকে ঠেলে পাঠানো হল বাংলাদেশে, স্ত্রী রেখার কী হবে?

লালগোলা থেকে ডিপোর্ট ১৭

প্রতিবেদন : আইনের তোয়াক্কা না করেই একরকম জোর করেই বাংলাদেশি বলে চিহ্নিতদের ঠেলে বাংলাদেশে ঢুকিয়ে দেওয়া শুরু হয়েছে। সেই সূত্রেই মুর্শিদাবাদের লালগোলার হোল্ডিং সেন্টারে থাকা ১৭ জন অনুপ্রবেশকারীকে 'ডিপোর্ট' করা হল বাংলাদেশে। মালদহের পর এবার মুর্শিদাবাদে। শনিবার রাতে লালগোলার হোল্ডিং সেন্টার থেকে ওই ১৭ জনকে রোশনবাগ বিএসএফ ক্যাম্প কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া হয়।সেখান থেকেই তাদের বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে বলে বিএসএফ সূত্রে জানানো হয়েছে। যদিও কোন সীমান্ত দিয়ে, কীভাবে তাঁদের পাঠানো হয়েছে, তা নিয়ে মুখ খোলেনি বিএসএফ কর্তৃপক্ষ। গত শুক্রবার মালদহের ইংলিশবাজারের হোল্ডিং সেন্টার থেকে নয় অনুপ্রবেশকারীকে একইভাবে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে।

লালগোলায় হোল্ডিং সেন্টার চালুর পর বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ডিপোর্ট করার ঘটনা এই প্রথম। ফেরত পাঠানোদের সকলেই প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। লালগোলার পদ্মা ভবনের হোল্ডিং সেন্টারে আরও নজন বাংলাদেশি রয়েছেন বলে খবর। এখানে রাখা হয়েছিল ২৬ জন বাংলাদেশিকে। তাদের মধ্যে থেকে প্রথম দফায় ১৭ জনকে ফেরত পাঠানো হল। ফেরত পাঠানোদের দলে ছিলেন শহিদুল ইসলাম। ২৬ মে গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সুতি থানার পুলিশ মহেন্দ্রপুর এলাকা থেকে তাঁকে পাকড়াও করে। শহিদুল নিজেকে বাংলাদেশের বাসিন্দা বলে স্বীকার করেছেন। জানিয়েছেন, এক বছর আগে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢোকেন। সুতির মহেন্দ্রপুরের তরুণী রেখা বিবিকে বিয়ে করে বসবাস শুরু করেন। রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। তিনি বাংলাদেশে পুরনো ঠিকানাতেই ফিরবেন, তবে রেখা বিবির কী হবে কেউ জানে না।

ইদের আগে গভীর রাতে সীমান্ত পেরিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার পথে পুলিশের জালে ধরা পড়েন সাতজন। তাঁদের বাড়ি কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুরে। কেরলে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ শেষে ইদের আগে বিদুপুর হয়ে সীমান্তের দিকে যাওয়ার সময় পুলিশ পাকড়াও করে। ঠাঁই হয় হোল্ডিং সেন্টারে। শনিবার মুকিমনগর এলাকা থেকে আরও দুই জনকে পাকড়াও করে লালগোলা থানার পুলিশ।

মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল অপূর্ব সরকার বলেন, ভোটার লিস্টের ডিলিট আর নাগরিকত্ব এক জিনিস নয় আদালত বলে দিয়েছে। এই নিয়ে যাতে সংখ্যালঘু সমাজের মধ্যে আতঙ্ক না ছড়ায় সেই বিষয়টিও প্রশাসনকে দেখতে হবে।

আইপিএল নিয়ে অনলাইন বেটিং চাকদহ পুলিশের জালে ৯ জন

ধৃতদের আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

প্রতিবেদন : আইপিএল ফাইনাল ঘিরে রমরমিয়ে চলছিল অনলাইন বেটিং চক্র। খবর পেয়ে হানা দিয়ে পুলিশের জালে ধরা পড়ল নয়জন। রবিবার রাতে চাকদহের একটি বাড়িতে হানা দিয়ে ওদের পাকড়াও করে চাকদহ থানার পুলিশ। আইপিএল-এর মেগা ফাইনাল নিয়ে সাধারণের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল তুঙ্গে। তাকে কাজে লাগিয়েই রমরমিয়ে চলছিল অনলাইন বেটিং চক্র। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার রাতেই চাকদহের একটি বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। চক্রের সঙ্গে জড়িত নয় জনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ১২টি মোবাইল ফোন এবং ১টি ট্যাব। এগুলি বেটিং বা জুয়ায় ব্যবহার করা হচ্ছিল। ধৃত নয়জনের নাম— আকাশ সরদার, রাজীব সাধুখাঁ, শুভজিৎ সরকার, সুজন পাল, শুভ সরকার, বিশ্বজিৎ দাস, প্রশান্ত সরকার, সুজিত পাল ও দেবাশিস ঘোষ। বাড়ি নদিয়ার শিমুরালি, কালিবাজার, রসুল্লাপুর এলাকায়। সোমবার ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে চাকদহ থানা থেকে কল্যাণী মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে। এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না, জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। রবিবার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয় রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ফাইনালে গুজরাট টাইটান্সকে ৫ উইকেটে হারিয়ে টানা দুবার খেতাব জিতল তারা। হাই ভোল্টেজ ফাইনালের উত্তেজনা কাজে লাগিয়েই শুরু হয়েছিল বেটিং।

প্রতিহিংসার রাজনীতি, ধৃত ২ তৃণমূল নেতা

৫-৬ বছরের পুরনো অভিযোগ

প্রতিবেদন : ক্ষমতায় আসার পরই বিজেপি রাজ্য সরকার নানা অজুহাত দেখিয়ে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার ও হেনস্থা করে চলেছে। এবার বর্ধমান ১ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি মানস ভট্টাচার্য ও রায়ান ১ অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি শেখ জামালকে গ্রেফতার করল বর্ধমান থানার পুলিশ। ওঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে মারধর, তোলাবাজি, ভাঙচুর ও শ্লীলতাহানির।

৩১ মে বর্ধমান থানার এক বাসিন্দা অভিযোগ করেছিলেন। তারই ভিত্তিতে সক্রিয় হয় বর্ধমান থানার পুলিশ এবং গ্রেফতার করে দুই নেতাকে। ঘটনা অবশ্য বেশ কয়েক বছর আগের। ২০২০-র ২২ নভেম্বর আলমগির হোসেন-সহ অন্তত ১০ জন পুরনো শত্রুতার জেরে অভিযোগকারীর বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র ও অস্ত্র নিয়ে জোর করে ঢুকে অভিযোগকারীর মাথায় বন্দুক ধরে ১০ লক্ষ টাকা দাবি করে। টাকা দিতে অস্বীকার করলে মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এমনকি অভিযোগকারীর স্ত্রী ও সন্তান তাঁকে বাঁচাতে গেলে তাঁদেরও মারধর করা হয় বলে দাবি।

অভিযোগকারীর দাবি, সেই সময়ে ভয়ে অভিযোগ না করলেও ২১ সালের ৩ মে ফের অভিযোগকারীর বাড়িতে চড়াও হয়ে বাড়িতে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি বাড়িতে থাকা গয়না ও নগদ ৫০ হাজার টাকা লুট করে নেয় দুষ্কৃতীরা। বাধা দিতে গেলে অভিযোগকারীর স্ত্রী, পুত্র ও মেয়েকে মারধর ও মেয়ের শ্লীলতাহানিও করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকি বন্দুক দেখিয়ে প্রাণনাশের হুমকিও দেয়।

স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য, এই ঘটনার দায় দলের নয়। দল এই ধরনের ঘটনায় মদত দেয় না। অভিযোগ প্রমাণিত হলে যথোপযুক্ত শাস্তি দেওয়া উচিত বলেই জানিয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। তবে প্রতিহিংসামূলক রাজনীতি করতে গিয়ে বিজেপি অনর্থক বহু নেতা-কর্মীকে হেনস্থা করা শুরু করেছে, এটি তেমনই একটি হলে, সেটিকে সমর্থন করা যায় না।

কাঁসাই নদীতে সাঁতার কাটতে নেমে তলিয়ে গেল ৩ কিশোর

তলিয়ে যাওয়া কিশোরদের খোঁজ চলছে।

সংবাদদাতা, খড়্গপুর : কাঁসাই নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল তিন কিশোর। এদের বাড়ি খড়্গপুর শহরে। সোমবার সকাল পাঁচটা নাগাদ ছয় বন্ধু মিলে মোটরবাইকে চেপে কাঁসাই নদীতে স্নান করতে যায়। এদের মধ্যে তিনজন নদীতে স্নান করতে নামে। কিন্তু নদীর স্রোতে তারা তলিয়ে যায়। তারা কেউ সাঁতার জানত না বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। মৃতদের নাম নিখিল চারি (১৬), জেনিথ চারি (১৭) ও ক্যালেব ডি বাঙ্গ (১৬)। তারা খড়্গপুরের ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের মাঝিপাড়ার বাসিন্দা। সোমবার সকালে কাঁসাই নদীর এনিকেত বাঁধের কাছের ঘটনা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় খড়্গপুর থানার পুলিশ। তারা সকলকে উদ্ধার করে খড়্গপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তিন কিশোরকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

জানা গিয়েছে, ছয় বন্ধুর একটি দল ঘুরতে বেড়িয়েছিল। তাদের মধ্যে তিনজন স্নান করার জন্য নদীতে নামে। বাকিরা তাদের বার বার বারণ করলেও তারা শোনে না। নদীতে নামার সঙ্গে সঙ্গেই স্রোতের টানে ভেসে যায় তারা। তিন বন্ধুকে তলিয়ে যেতে দেখে চিৎকার করতে থাকে বাকি বন্ধুরা। তাদের চিৎকারে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। তাঁরাই প্রথমে নৌকা নিয়ে তিন কিশোরকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু জলের গভীরতা এতটাই বেশি ছিল, যে তাদের খুঁজে পাওয়া যায়নি। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। কংসাবতী অনিকেট ড্যাম বন্ধ করে দেওয়া হয়। পুলিশ তিনটি মৃতদেহ খড়্গপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে।

কুকুরে কামড়ানো গরুর দুধ খেয়ে আতঙ্ক ডেবরার গ্রামে

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের ১ নং ভবানীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁকাকুল এলাকায় কয়েকদিন আগে একটি গরুকে পাগলা কুকুরে কামড়ে দেয়। সেই কুকুরে কামড়ানো গরুর দুধ দিয়ে তৈরি হয়েছিল প্রসাদ। না জেনে তা খেয়ে নেওয়ার পরেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। একাধিক পরিবার ভ্যাকসিন নিতে হাসপাতালে লাইন দেয়। সেই গরুর যারা দুধ খেয়েছিল, তারাও ভ্যাকসিন নিয়েছে। কিন্তু গতকাল সেই গরুর দুধে তৈরি হওয়া প্রসাদ একাধিক পরিবার খেয়েছিল। কিন্তু আজ সেই গরুর মুখ দিয়ে লালা ঝরতে দেখা যায়। স্থানীয় পশু চিকিৎসক জানান, এই গরু বাঁচবে না। তারপরেই যারা প্রসাদ খেয়েছিল, তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ২০-২৫ জন হাজির হয় ডেবরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। যদিও এখনও পর্যন্ত সবাই সুস্থ রয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর।

আমার বাংলা
2 June, 2026 • Tuesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দিকে দিকে বিক্ষোভ-মিছিলে কর্মীরা

বিজেপির গুন্ডাবাহিনীর হিংসার প্রতিবাদে তৃণমূল

সংবাদদাতা জলপাইগুড়ি ও রায়গঞ্জ : রাজ্যজুড়ে হিংসার রাজনীতি চালাচ্ছে বিজেপি। শনিবার তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর নৃশংস হামলা চালায় বিজেপির গুন্ডারা। এরই প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছিলেন তৃণমূলের বিধায়ক। তাঁদের কণ্ঠ রোধ করার চেষ্টা চালায় বিজেপির প্রশাসন। হিংসার রাজনীতি বরদাস্ত নয়, এই বার্তা দিয়ে ব্লকে ব্লকে প্রতিবাদে গর্জে ওঠার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তৃণমূলের তরফে। সেই মতোই রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা। সোমবার জলপাইগুড়ি শহরের সমাজপাড়া মোড়ে অবস্থান বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে আন্দোলনে শামিল হলেন দলের নেতা-কর্মীরা। বিজেপি কর্মীরা চক্রান্ত করে সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেছে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরিকল্পিত ভাবে আক্রমণ করে বিজেপি নেতা-কর্মীরা। ঘটনায় দু'জন জখম হয়েছেন।

তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এদিন সব জায়গার সঙ্গে জলপাইগুড়ি শহরে প্রতিবাদ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ও তৃণমূলের নেতা কর্মীরা। তৃণমূল নেতা বিকাশ মালাকার বলেন, অবিলম্বে আক্রমণকারীদের গ্রেফতার করতে হবে। বিজেপি আক্রমণকে ধিক্কার জানানো হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বৃষ্টির কারণে এদিনের আন্দোলন সংক্ষিপ্ত আকারে করা হল। আগামীতে ২০২৯ সালের লোকসভা ভোটে আমরা ক্ষমতার সমীকরণে যাচ্ছি। আগামীতে আবারও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জয়ী হবেন। একইভাবে উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখরে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠল উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর। এই হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে সোমবার গোয়ালপোখরের লোধন এলাকায় একটি বিশাল প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার বিকেলে গোয়ালপোখর থানার অন্তর্গত লোধন হাই স্কুল মোড় থেকে এই প্রতিবাদ মিছিলটি শুরু হয়। তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে মিছিলটি এলাকার বিভিন্ন প্রধান প্রধান রাস্তা পরিক্রমা করে। এরপর লোধন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে এসে মিছিলটি শেষ হয়। মিছিল থেকে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে স্লোগান তোলা হয়। দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীদের উপস্থিতিতে এদিনের মিছিলটি বিশাল রূপ নেয়।

এদিনের প্রতিবাদ মিছিলে প্রধান মুখ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদ সহ-সভাধিপতি গোলাম রসুল, ব্লক তৃণমূল সভাপতি আহমেদ রেজা সহ স্থানীয় স্তরের একাধিক তৃণমূল নেতা, কর্মী ও দলের বিপুল সংখ্যক সমর্থক। মিছিল শেষে গোলাম রসুল জানান, দলের শীর্ষ নেতৃত্বের ওপর এই ধরণের কাপুরুষোচিত হামলা কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। বর্তমান সরকারকে এটাই বলার প্রশাসনিক ভাবে এই ঘটনার বিচার চাই। লোধন তথা গোটা গোয়ালপোখর এলাকার মানুষ এই ঘটনার বিরুদ্ধে একজোট হয়ে প্রতিবাদে নেমেছেন। আগামীদিনে দলের পক্ষ থেকে এই আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

গোয়ালপোখরে গর্জে উঠল তৃণমূল

বৃষ্টি উপেক্ষা করে জলপাইগুড়িতে প্রতিবাদ

সংকটে শীতল পাটি, বিপন্ন নিশিগঞ্জের শিল্প

প্রতিবেদন: কাঁচামালের অভাব, নেই সরকারি সাহায্য। সংকটে কোচবিহারের নিশিগঞ্জের শীতল পাটি শিল্প। বিয়ের মাঙ্গলিক আচার-অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে বৈঠকখানার শোভা বাড়াতে শীতলপাটি আজও সমান সমাদৃত। কিন্তু যে কাঁচামালের ওপর দাঁড়িয়ে এই কুটিরশিল্প বেঁচে রয়েছে, সেই 'মুর্তা' বা পাটি বেতের ভাণ্ডারই ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কমছে মুর্তা চাষ। তার ফলে কোচবিহারের নিশিগঞ্জের এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পের ভবিষ্যৎ ঘিরে এখন দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তার কালো ছায়া।

নিশিগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সিটকিবাড়ি এবং পার্শ্ববর্তী ভোগমারা গ্রামের বহু পরিবার আজও বংশপরম্পরায় শীতল পাটি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। ভোরের আলো ফুটতেই বাড়ির দাওয়ায় বসে নিপুণ হাতে পাটি বুনতে শুরু করেন গৃহবধূ সরস্বতী দে। কাঁচামালের আকাল ও বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আক্ষেপ করে তিনি বলছিলেন, গরমে পাটির চাহিদা বাড়ে ঠিকই, কিন্তু মুর্তা গাছের জোগান আগের মতো নেই। খরচ বাড়ছে, লাভ কমছে। সাধারণত পাটি চাররকমের হয়ে থাকে— সাধারণ পাটি, ডালার পাটি, বুকার পাটি এবং শীতলপাটি। এর মধ্যে শীতলপাটিই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ও পরিচিত। শুধু এ রাজ্যেই নয়, ভিনরাজ্যেও এর বিপুল চাহিদা রয়েছে। বিয়ের পিঁড়িতে গায়ে হলুদ বা আশীর্বাদের অনুষ্ঠানে কনেকে শীতল পাটির ওপর বসানো বাংলার লোকসংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। পাটিশিল্পী রথীন দে জানান, প্রায় ৬০ বছর ধরে এখানে পাটি তৈরি হচ্ছে। কিন্তু এখন মুর্তার খেত কমে যাচ্ছে। কাঁচামালের সংকট বাড়লে ভবিষ্যতে এই শিল্পও সংকটে পড়বে। বিজেপি সরকার শিল্পীদের পাশে নেই এতে অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে।

চলন্ত বাইকে আগুন! প্রাণরক্ষা যুবকের

সংবাদদাতা, মালদহ: চাঁচলে চলন্ত বাইকে আচমকা আগুন লেগে চাঞ্চল্য ছড়াল। অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলেন এক যুবক। সোমবার দুপুরে চাঁচল থানার সুরতপুর এলাকায় এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় স্থানীয়দের মধ্যে। জানা গিয়েছে, চাঁচলের আমলাপাড়ার বাসিন্দা হৃদয় মণ্ডল দোকানের হালখাতার কার্ড বিলি করতে নিজের বাজাজ পালসার এনএস বাইকে করে সুরতপুরে এসেছিলেন। সেই সময় চলন্ত অবস্থাতেই বাইকের ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন তিনি। বিপদের আশঙ্কা বুঝে তৎক্ষণাৎ বাইক থামিয়ে নেমে পড়েন। মুহূর্তের মধ্যেই বাইকটিতে আগুন ধরে যায়। দেখতে দেখতে দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করে গোটা মোটরবাইক। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আগুন নেভানোর জন্য জল ঢেলে চেষ্টা চালানো হলেও তাতে বিশেষ লাভ হয়নি। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে দমকল কর্মীরা পৌঁছানোর আগেই সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ছাই হয়ে যায় বাইকটি। প্রাণে বেঁচে গেলেও নিজের প্রিয় বাইক হারিয়ে হতাশ হৃদয় মণ্ডল। কী কারণে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটল তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিকভাবে যান্ত্রিক ত্রুটি বা অতিরিক্ত গরমের প্রভাবকে সম্ভাব্য কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

কালিয়াচকে বৃদ্ধ খুন অভিযুক্তকে গণধোলাই

সংবাদদাতা, মালদহ : ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল মালদহের কালিয়াচক। রবিবার রাতে ধারালো অস্ত্রের হামলায় এক বৃদ্ধের মৃত্যু এবং একাধিক ব্যক্তি গুরুতর জখম হওয়ার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কালিয়াচকের হাজিনগর খাস চাঁদপুর এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম হাসমাত সেখ (৬৫)। তিনি কালিয়াচকের খাস চাঁদপুর এলাকার বাসিন্দা। অভিযোগ, রবিবার রাতে প্রতিবেশী আলাউল সেখ নামে এক যুবক আচমকাই ধারালো অস্ত্র হাতে হাসমাত সেখের উপর হামলা চালায়। এলোপাথাড়ি কোপে গুরুতর জখম হন ওই বৃদ্ধ। স্থানীয়রা তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করলে হামলাকারী তাঁদের দিকেও তেড়ে যায়। এই ঘটনায় আরও চারজন গ্রামবাসী ধারালো অস্ত্রের আঘাতে জখম হন।রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। তবে বৃদ্ধ হাসমাত সেখের আঘাত এতটাই গুরুতর ছিল যে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। ঘটনার পর উত্তেজিত গ্রামবাসীরা অভিযুক্ত আলাউল সেখকে ধরে ফেলে এবং গণধোলাই দেয়। মারধরে গুরুতর জখম হয় অভিযুক্তও। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে দু'জনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদের মালদহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। খবর পেয়ে কালিয়াচকের এসডিপিও-র নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকায় পৌঁছায়। রাতেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এবং ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে প্রতিবেশী বিবাদের জেরেই এই রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটেছে বলে অনুমান করা হলেও সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যসভার ২৭টি আসন এবং তিন রাজ্যের বিধান পরিষদের ১৬টি আসনে নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু করল নির্বাচন কমিশন। বিজ্ঞপ্তি জারি করে কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, ১ জুন থেকেই মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া শুরু হয়েছে। আগামী ১৮ জুন ভোটগ্রহণ

লুধিয়ানার কারখানায় বিষাক্ত গ্যাস লিক, মৃত অন্তত তিন

উসকে দিল ভোপাল ট্র্যাজেডির দুঃস্বপ্ন

লুধিয়ানা : উসকে দিল ভোপালের সেই ভয়াবহ গ্যাস ট্র্যাজেডির স্মৃতি। এবার পাঞ্জাবের লুধিয়ানায়। বিষাক্ত গ্যাসে প্রাণ হারালেন অন্তত ৩ শ্রমিক। অসুস্থ হয়ে পড়েছেন অনেকেই। এর মধ্যে ৪ জন হাসপাতালে লড়াই করছেন মৃত্যুর সঙ্গে। সোমবারের ঘটনা। লুধিয়ানায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া এলাকার একটি হ্যান্ড টুলস, নাট-বোল্ট তৈরির কারখানায় বিষাক্ত গ্যাস লিক করে। আর কে রোডের কাছে 'ডিপ টুলস' নামে এক কারখানায় নর্দমা ও বর্জ্য নিষ্কাশন লাইন পরিষ্কারের কাজ চলাকালীন হঠাৎ বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে। এরপরেই শ্রমিকদের শ্বাসকষ্ট, চোখ জ্বালা শুরু হয়। কয়েকজন অজ্ঞান হয়ে যান। এই ঘটনার জন্য কর্তৃপক্ষের গাফিলতিকেই দায়ী করেছেন অধিকাংশ শ্রমিক। মান সিং (৪৬), তাঁর ছেলে অমিত (২৪) এবং শ্রীরাম নামে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে এদিনের ঘটনায়। মান সিং ও অমিত

কারখানার ভিতরে একটি মেশিনের নীচে জমে থাকা মাটি ও আবর্জনা সরানোর কাজ করার সময় বিষাক্ত গ্যাসের সংস্পর্শে আসেন বলে জানা গিয়েছে। দীপক কুমার এবং রাজেন্দ্র কুমার নামের দু'জন শ্রমিক আপাতত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পরে ভর্তি করা হয় আরও কয়েকজনকে।

লুধিয়ানার পুলিশ কমিশনার স্বপন শর্মা এই ঘটনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, কারখানা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগে ইতিমধ্যেই এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। কী ধরনের গ্যাস লিক হয়েছিল, সেটা এখনও জানা যায়নি। ফরেনসিক দল এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আধিকারিকরা নমুনা সংগ্রহ করে তদন্তে শুরু করেছেন। কাজের সময় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বিধি মানা হয়েছিল কি না সেই বিষয়টিও দেখা হবে। কিন্তু অভিযোগ উঠছে দুর্ঘটনার পরে প্রথমে শ্রমিকদের পরিবারকে কিছু জানানো হয়নি। মৃত মান সিংয়ের মেয়ে দাবি করেছেন, তাঁর বাবা রবিবার রাতে কাজে যেতে চাননি, তবুও তাঁকে ডাকা হয়েছিল। অনেকক্ষণ বাড়িতে না ফেরায় পরিবারের লোকজন নিজেরাই খোঁজ করতে গিয়ে মৃত্যুর খবর পান।

আরএসএস অসত্য প্রচারের কারখানা

অজ্ঞতা! নেহরু সম্পর্কে কুৎসিত মিথ্যাচার করলেন বিজেপি নেতা

নয়াদিল্লি: মিথ্যাচারের কারখানা হয়ে উঠেছে সংঘ এবং তার প্রভাবিত বিভিন্ন সংগঠন। ভারতের ইতিহাস বিকৃত করে যুবসমাজের মনে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দিচ্ছে এই সংগঠন। সাভারকরকে নিয়েও বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে তারা। সংঘের দিকে আঙুল তুলে সরাসরি এই অভিযোগ এনেছে তৃণমূল, কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা। তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদের কটাক্ষ, সংঘের লোকজন নিজেদের খুব জ্ঞানী এবং বৌদ্ধিক বলে দাবি করেন। কিন্তু আসলে তাঁরা দেশের ইতিহাসকে ধ্বংস করছেন। এখনও তাঁরা সাভারকরকেই আঁকড়ে পড়ে রয়েছেন। অথচ তাঁর নাতি ইতিমধ্যেই আদালতে স্বীকার করে নিয়েছেন যে তিনি ব্রিটিশদের কাছে ক্ষমাভিক্ষা করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গেই আরও একটি সত্যকে সামনে এনে বিজেপিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র সুপ্রিয়া শিরনেট। বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বিএল সন্তোষের অভিযোগ যে কতটা মিথ্যা তা প্রমাণ করে

এত টাকা আসছে কোথা থেকে? সিবিআই-ইডির নজরদারি দাবি তৃণমূলের

দিয়েছেন তিনি। সন্তোষ অভিযোগ করেছেন, সাভারকরের মৃত্যুতে সংসদে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের অনুমতি দেননি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব? পণ্ডিত নেহরুর মৃত্যু হয়েছিল ১৯৬৪ সালে। কিন্তু সাভারকরের মৃত্যু হয় তার দু'বছর পরে, ১৯৬৬ সালে। সুপ্রিয়ার শ্লেষাত্মক মন্তব্য, তাহলে কী বিশাল ক্ষমতা ছিল নেহরুর!

এদিকে তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ সংঘ প্রভাবিত এই ধরনের বিভ্রান্তি ছড়ানো সংগঠনের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। দাবি করেছেন ইডি, সিবিআই এবং আয়কর বিভাগের নজরদারি। তাঁর কথায়, এরাই হোয়াটস অ্যাপ ইউনিভার্সিটির আবিষ্কারক। দিল্লির ঝান্ডেনওয়ালাতে কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ করে কার্যালয় এবং আবাসন তৈরি করেছে। কিন্তু সংগঠন বা সংস্থা হিসেবে তারা আদৌ নথিভুক্তই নয়। তাদের কোটি কোটি টাকার উৎস কী, তা কেউ জানে না। জনসাধারণের টাকা খরচ করা হচ্ছে সংগঠনের প্রধানকে জেড প্লাস সিকিউরিটি দিতে। এরা কি আদৌ আয়কর দেয়?

আমেরিকার চাকরি ছেড়ে ৬ জুন ভারতে ফিরছেন অভিজিৎ

যন্তরমন্তরে বিক্ষোভ

নয়াদিল্লি: নিট-ইউজির প্রশ্নফাঁস-সহ একাধিক সর্বভারতীয় পরীক্ষায় বিতর্কের জেরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন আরও জোরদার হতে চলেছে। 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি)-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দিপকে সোমবার ঘোষণা করেছেন, আগামী ৬ জুন তিনি ভারতে ফিরে আসছেন। দিল্লির যন্তরমন্তরে একটি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি জানাবেন তিনি। বোস্টন প্রবাসী এই ভোটকুশলী সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের মন্তব্যকে কেন্দ্র করে এই ব্যঙ্গাত্মক রাজনৈতিক দল বা আন্দোলন গড়ে তোলেন। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ পোস্ট করা একটি ভিডিও বার্তায় অভিজিৎ বলেন, নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস ও তার পরবর্তী অচলাবস্থার কারণে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এবার আমাদের সবাইকে ভারতের সংবিধান মেনে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি তুলতে হবে। তিনি দাবি করেন, শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে ইতিমধ্যেই একটি অনলাইন আবেদনে আট লক্ষেরও বেশি শিক্ষার্থী স্বাক্ষর করেছেন। পাশাপাশি লখনউ, জয়পুর এবং মহারাষ্ট্র সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই আন্দোলনের সমর্থনে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। অভিজিতের অভিযোগ, নিট, সিবিএসই এবং সিইউইটি-র মতো বড় পরীক্ষাগুলোর অব্যবস্থার কারণে প্রায় এক কোটিরও বেশি শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এত বড় বিপর্যয়ের পরও শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ না করলে দেশে সরকারের জবাবদিহিতা বলে কিছু অবশিষ্ট থাকবে না।

গ্লেসিয়ারে নিখোঁজ নয়ডার অভিযাত্রী, উত্তরকাশীতে ট্রেকিংয়ে নিখোঁজ তরুণী

দেরাদুন: মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুটি পৃথক ঘটনায় উত্তরাখণ্ডে নিখোঁজ হলেন এক তরুণ ও এক তরুণী অভিযাত্রী। পিণ্ডারী গ্লেসিয়ার ট্রেকিংয়ে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন নয়ডার অভিযাত্রী বিশেষ চৌহান। তাঁকে খুঁজতে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে এসডিআরএফ, পুলিশ ও বনদফতর। অন্যদিকে প্রায় একই সময় উত্তরকাশীতেও নিখোঁজ হয়েছেন তরুণী অভিযাত্রী ববিতা পাণ্ডে। দয়েরা বুগিয়াল ট্রেক চলার সময়ে নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। তাঁর বাড়ি নৈনিতালে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশেষ চৌহান একটি ট্রেকিং দলের সঙ্গে উত্তরাখণ্ডের বাগেশ্বর জেলার পিণ্ডারী গ্লেসিয়ার ট্রেক করার সময় দলের অন্য সদস্যদের থেকে আলাদা হয়ে যান। ২৯ মে রাতে বিষয়টি জানানো হয় কাপকোর্ট থানায়। কিন্তু দুর্গম পাহাড়ি খাদ ও নদীর ধার ঘেঁষে তল্লাশি অভিযান আবহাওয়ার প্রতিকূলতার কারণে খুবই কঠিন হয়ে উঠছে। দড়ির সাহায্যে ৭০ কিমি গভীর খাদে নেমে বিশেষের একটি ক্যামেরা উদ্ধার করেছেন উদ্ধারকারীরা।

ফুলশয্যার রাতেই পাহাড়ে ভেঙে পড়ল কপ্টার

জর্জিয়া: স্বপ্ন ছিল ফুলশয্যার রাতে স্বামীর বুকে মাথা রেখে রোমান্টিক মুহূর্ত কাটানো। কিন্তু ধ্বংসস্তূপের নিচে স্ত্রীর বুকেই মাথা দিয়ে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইলেন স্বামী। একটু আগেই শেষ হয়েছে বিয়ের ঝলমলে রিসেপশন পার্টি। কয়েকশো অতিথি বাড়ির পথে। এবার হেলিকপ্টারে সওয়ার হয়ে পাহাড়-জঙ্গল পার হয়ে শহরের একটি হোটেলে নবদম্পতির ফুলশয্যার পালা। কিন্তু তার আগেই সব শেষ। ভেঙে পড়ল কপ্টার। ৫ ঘণ্টা ধরে ধ্বংসস্তূপের নিচে স্ত্রীর বুকে মাথা রেখে নিথর হয়ে পড়ে রইলেন স্বামী। যিনি নিজেও একটি বাণিজ্যিক বিমান সংস্থার পাইলট। আসলে নতুন জীবনের

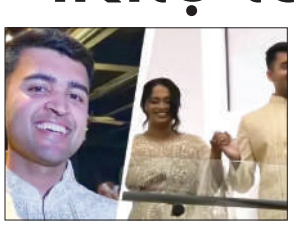

প্রথম নিশিযাপনে একটু অভিনবত্ব আনতে চেয়েছিলেন নবদম্পতি। অতিথিরা বাড়ি ফিরে যাওয়ার পরে রাতের অন্ধকারেই পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী হেলিকপ্টারে চেপে বসেন আদতে কেরলের এর্নাকুলাম জেলার মুভাট্টুপুঝা এলাকার বাসিন্দা ডেভ এবং তাঁর নববিবাহিত স্ত্রী জেসনি। জেসনিও আদতে কেরলের কন্যা। পারিবারিক শিকড় আল্লাপুঝা জেলায়। কিন্তু বাদ সাধল আবহাওয়া। একেই অন্ধকার, তার উপরে কুয়াশা এবং দৃশ্যমানতা কমতে থাকে দ্রুত। কিন্তু ডেভের আপত্তি অগ্রাহ্য করে পাইলট কপ্টার নিয়ে আকাশে ওড়েন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটি ভেঙে পড়ে।

শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে ডুবে মৃত ৫

দেরাদুন: অন্ধ্রের মন্ত্রালয়াম গ্রামের কাছে তুঙ্গাভদ্রা নদীতে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল যুবান চন্দ্র নামে এক শিশু। তাকে বাঁচাতে গিয়ে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন তার বাবা এবং আরও ৩ জন গ্রামবাসী। কিন্তু কেউই আর বেঁচে ফেরেননি। মৎস্যজীবীরা তল্লাশি অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করে পাঁচটি দেহ।

দেশ বিদেশ

2 June, 2026 • Tuesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

স্বেচ্ছায় যাঁরা যৌনপেশা গ্রহণ করেছেন তাঁদের হয়রান করা উচিত নয়। প্রাপ্যবয়স্ক কোনও পুরুষ বা মহিলা পারস্পরিক সম্মতিতে মিলিত হতেই পারেন। স্বেচ্ছায় যৌনকর্ম বেআইনি নয়। সোমবার স্পষ্ট জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট

রোবোটিক স্ক্যানার উধাও, মোবাইল ফোনে খাতা স্ক্যান?

সিবিএসইর ডিজিটাল মূল্যায়ন চুক্তিতে বড় কেলেঙ্কারির ছায়া, সরব বিরোধীরা

নয়াদিল্লি: মোদি সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সর্বভারতীয় পরীক্ষা ব্যবস্থায় চূড়ান্ত ডামাডোলের পরিস্থিতি। দেশ জুড়ে লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীর প্রশ্নফাঁস ও ত্রুটিপূর্ণ মূল্যায়ন-সহ নানা অব্যবস্থার জেরে হেনস্থার মুখে পড়ছেন। একাধিক আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটেছে। পরীক্ষায় প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরের পেছনে যুক্তি ও প্রমাণ দেওয়া দেশের লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক একটি নিয়ম হলেও দরপত্র প্রক্রিয়ার অস্বচ্ছতা নিয়ে সম্পূর্ণ নীরব থেকে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)। বোর্ডের অন-স্ক্রিন মার্কিং চুক্তির ওপর শিক্ষার্থীদের পরিচালিত একটি অডিট জাতীয় স্তরে বড় কেলেঙ্কারি ফাঁস করে দেওয়ার পর বেশ কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে, অথচ সিবিএসই প্রশাসন আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সৎ সাহস না দেখিয়ে উল্টো নিজেদের আড়াল করতে ব্যস্ত। বর্তমান বিতর্কটি এখন আর কেবল 'কোয়েস্পট এডুটেক' নামের একটি সংস্থাকে কেন্দ্র করে সীমাবদ্ধ নেই, বরং এটি রূপ নিয়েছে সিবিএসইর জবাবদিহিতা এড়ানোর এক রহস্যময় ও দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রবণতায়। যা নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লাগাতার তোপ দাগছে বিরোধী দলগুলি। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী সিবিএসইর মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট গলদের তথ্য তুলে ধরে জবাব চাইলেও কৌশলে প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছে কেন্দ্র।

সাধারণত ফলাফল প্রকাশের পর শিক্ষার্থীদের বোর্ড পরীক্ষার অধ্যায় শেষ হয়ে যায়, কিন্তু চলতি বছরে তা হয়নি। উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং নতুন চালু হওয়া ডিজিটাল মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়ে তৈরি হওয়া ক্ষোভ এখন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাসের অন্যতম এক নজিরবিহীন জবাবদিহিতার লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। এই বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে হায়দরাবাদ-ভিত্তিক সংস্থা কোয়েস্পট এডুটেক, যারা সিবিএসইর ডিজিটাল মূল্যায়নের চুক্তিটি পেয়েছিল। এখন প্রশ্ন উঠছে, কোন নিয়মে এবং কীসের ভিত্তিতে এই চুক্তি তাদের দেওয়া হল? এই বিতর্কের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল, দুর্নীতির এই অভিযোগ কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল কিংবা সরকারি নজরদারি সংস্থা তোলেনি; তুলেছেন খোদ শিক্ষার্থীরা। দরপত্রের শর্তাবলিতে বারবার পরিবর্তন এনে কোনও বিশেষ সংস্থাকে বাড়তি সুবিধা দেওয়া হয়েছিল কি না, সেটিই এখন জনসমক্ষে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জনমানসের আস্থা কেবল আইনি রায়ের ওপর নির্ভর করে না, তা নির্ভর করে স্বচ্ছতার ওপর। সমালোচকরা মূলত তিনটি মৌলিক প্রশ্ন তুলছেন— সিবিএসই কি দরপত্র চলাকালীন যোগ্যতার মাপকাঠি পরিবর্তনের কোনো যৌক্তিক কারণ দেখিয়েছে, এই পরিবর্তনগুলো প্রযুক্তিগত বা প্রশাসনিকভাবে কতটা প্রয়োজনীয় ছিল এবং এর ফলে টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস বা টিসিএস-এর মতো বড় সংস্থাকে পেছনে ফেলে 'কোয়েস্পট এডুটেক' সুবিধা পেয়েছিল কি না। এই প্রশ্নগুলো হয়তো সরকারি ফাইলের ভেতরেই চাপা পড়ে

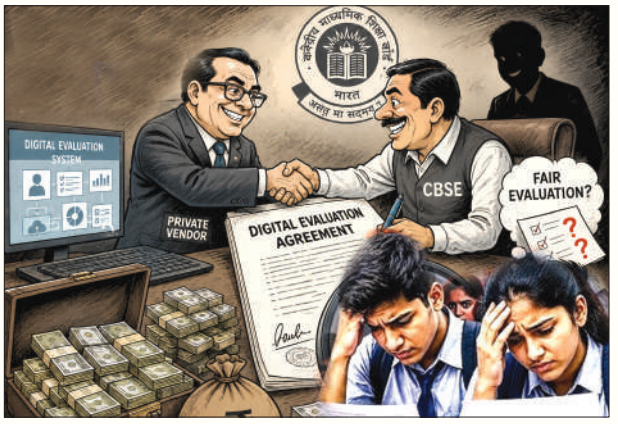

থাকত, যদি না ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা নিজেরা এই তদন্তে নেমে পড়তেন। দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র সার্থক সিদ্ধান্ত প্রথম সিবিএসইর পাবলিক ডোমেইনে থাকা দরপত্রের নথিপত্র বিশ্লেষণ করা শুরু করেন এবং দেখতে পান যে মে মাসের মূল দরপত্রের তুলনায় আগস্ট মাসের সংশোধিত দরপত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্ত বদলে ফেলা হয়েছে। এই তথ্য ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ার পর দেশ জুড়ে অন্যান্য তরুণ গবেষক ও প্রযুক্তিপ্রেমী শিক্ষার্থীরাও নথিপত্র মেলাতে শুরু করেন। নম্বর নিয়ে মাথা ঘামানোর বদলে তাঁরা দরপত্রের ধারা এবং মূল্যায়ন পদ্ধতির অসঙ্গতি নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু করেন। পরিস্থিতি এখন এমন, যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করে, তারাই হঠাৎ শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। এই বিতর্ক আরও তীব্র হয়ে ওঠে যখন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী এবং আম আদমি পার্টির অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা শিক্ষার্থীদের এই অনুসন্ধানকে সমর্থন জানিয়ে সিবিএসইর স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। রাজনীতির চেয়েও এখানে গুরুত্বপূর্ণ হল ঘটনার ক্রম। রাজনীতিবিদেরা এই বিতর্ক তৈরি করেননি, তাঁরা কেবল শিক্ষার্থীদের তোলা যৌক্তিক দাবিকে কণ্ঠ দিয়েছেন। এর পরেই সাইবার নিরাপত্তা গবেষকেরা সিবিএসইর মূল্যায়ন পোর্টালের গুরুতর নিরাপত্তা ত্রুটি এবং ডেটা ফাঁসের আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

সিবিএসই প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে তাদের একটি পোর্টালে ত্রুটি ছিল এবং তা সংশোধনের কাজ চলছে। মূল মূল্যায়ন ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল বলে বোর্ড দাবি করলেও মূল দরপত্র প্রক্রিয়ার অস্বচ্ছতার প্রশ্নটি এখনোও অমীমাংসিতই রয়ে গেছে। সিবিএসই শুরু থেকেই তাদের বিরুদ্ধে ওঠা পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে এবং একে বিভ্রান্তিকর বলে দাবি করেছে। কিন্তু বোর্ডের এই ঢালাও প্রত্যাখ্যান বিতর্ক থামাতে পারেনি, কারণ শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট যেসব ধারা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, তার কোনও সরাসরি ও বিস্তারিত জবাব সিবিএসই দেয়নি। এই প্রাতিষ্ঠানিক নীরবতাই এখন মূল খবরের বিষয় হয়ে উঠেছে। সংবাদমাধ্যমের পক্ষ থেকে গত কয়েক দিনে অন্তত পাঁচবার ইমেইলের মাধ্যমে সিবিএসইর কাছে এই চুক্তি ও স্বচ্ছতা নিয়ে লিখিত জানতে চাওয়া হলেও কোনও জবাব পাওয়া যায়নি। কোনও সরকারি প্রতিষ্ঠান সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়, তবে যখন জনস্বার্থের প্রশ্নটি নথিপত্র-সহ জাতীয় স্তরে আলোচিত হয়, তখন নীরব থাকা যায় না। একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা হয়তো সিবিএসই-র সততাই প্রমাণ করত, কিন্তু বোর্ড সেই পথ মাড়ায়নি। এই পরিস্থিতিতে লোকসভায় বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধী সরকারের ওপর আক্রমণ আরও শানিয়ে অভিযোগ করেছেন যে, পরীক্ষার উত্তরপত্র স্ক্যান করার জন্য কোনো পেশাদার বা স্বয়ংক্রিয় রোবোটিক স্ক্যানার ব্যবহার না করে সাধারণ মোবাইল ফোন ব্যবহার করা হয়েছে। সার্থক সিদ্ধান্তের মতো ছাত্র-গবেষকদের সাথে আলোচনার পর রাহুল গান্ধী সোশ্যাল মিডিয়ায় জানান, মে মাসের দরপত্রে ৩০০ ডিপিআই রেজোলিউশনের রোবোটিক স্ক্যানার ব্যবহারের কথা বলা হলেও আগস্ট মাসে তা নিঃশব্দে বদলে সাধারণ ২০০ ডিপিআই করে দেওয়া হয়, যা কোয়েস্পট এডুটেকের মতো একটি সংস্থাকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার স্পষ্ট ইঙ্গিত। এর ফলে শিক্ষার্থীদের পাওয়া ঝাপসা উত্তরপত্র, হারিয়ে যাওয়া পাতা কিংবা মূল্যায়ন না হওয়া খাতা কোনও সাধারণ ভুল নয়, বরং এটি একটি পরিকল্পিত জালিয়াতি।

দেশ জুড়ে সাড়ে আঠারো লক্ষ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ যখন মোবাইল স্ক্যানারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হল, তখন প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা ও শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে সরব হয়েছে বিরোধী দলগুলো। সিবিএসইর এই অন-স্ক্রিন মার্কিং ব্যবস্থাটি আনার কথা ছিল মানুষের তৈরি ভুল কমাতে এবং গতি বাড়াতে, কিন্তু বাস্তবে তা চরম বিপর্যয় ডেকে এনেছে। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর দেখা গেছে দ্বাদশ শ্রেণির পাশের হার গত বছরের ৮৮.৩৯ শতাংশ থেকে কমে ৮৫.২ শতাংশে নেমে এসেছে এবং কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং গণিতের মতো বিষয়ে প্রত্যাশার চেয়ে অনেক কম নম্বর পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এমনকী দিল্লির এক শিক্ষার্থীর রোলের বিপরীতে অন্য একজনের পদার্থবিদ্যার খাতা আপলোড করার ঘটনাও ঘটেছে, যা পরে বোর্ড সংশোধন করে। এই বিশৃঙ্খলার মাঝে পুনর্মূল্যায়নের পোর্টালটি বারবার ক্র্যাশ করায় বোর্ডের দেওয়া সময়সীমা বাড়াতে হয়। এরই মধ্যে নিসর্গ অধিকারী নামের এক তরুণ প্রযুক্তিবিদ বোর্ডের পোর্টালটি দু-বার হ্যাক করে এর নিরাপত্তা ব্যবস্থার কঙ্কালসার রূপটি উন্মোচন করে দেন, যার পর সিবিএসই আইআইটি এবং সরকারি সাইবার বিশেষজ্ঞদের ব্যবস্থাটি শক্তিশালী করার কাজে নিয়োজিত করতে বাধ্য হয়। যে শিক্ষার্থীরা প্রতি বছর পরীক্ষার খাতায় নিজেদের প্রতিটি উত্তরের ন্যায্যতা প্রমাণ করে, আজ তারাই মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে স্বচ্ছতার দাবি জানাচ্ছে, যা কোনওভাবেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

বিজেপি ছাড়ছেন তামিলনাড়ুর প্রাক্তন সভাপতি

নয়াদিল্লি: তামিলনাড়ু বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা দক্ষিণ ভারতে পদ্মশিবিরের অন্যতম প্রধান মুখ কে আন্নামালাই দল ছাড়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিজেপির একাধিক শীর্ষ সূত্রের খবর, তিনি দল থেকে ইস্তফা দিতে চলেছেন এবং মঙ্গলবারই দিল্লিতে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীনের সঙ্গে দেখা করে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের এই সিদ্ধান্তের কথা জানাবেন।

তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে অভিনেতা থেকে রাজনীতিবিদ হওয়া সি জোসেফ বিজয়ের সাম্প্রতিক নির্বাচনী জয় রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণকে সম্পূর্ণ ওলটপালট করে দিয়েছে। বিজয়ের এই উত্থানের পর আন্নামালাইয়ের দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত স্বাভাবিকভাবেই তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে বিজেপি শিবিরের জন্য ধাক্কা। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই চেন্নাই ও দিল্লির রাজনৈতিক অলিন্দে আন্নামালাইয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে ছিল। তিনি নতুন কোনও দল গড়ছেন কি না, তা নিয়ে জাতীয় স্তরের সংবাদমাধ্যমগুলোতে বিতর্ক চললেও আন্নামালাই নিজে কখনও এই জল্পনা খারিজও করেননি। বিজেপি সূত্রের খবর, আন্নামালাই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে দুটি বিকল্প শর্ত রেখেছিলেন— হয় তাঁকে আগামী অন্তত সাত বছরের জন্য তামিলনাড়ু বিজেপিতে একক কর্তৃত্ব দিয়ে কাজ করতে দেওয়া হোক, অথবা তাঁকে নিজের মতো করে অন্য রাজনৈতিক পথ বেছে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

স্নায়ুবিজ্ঞানীদের মত ছিল, মস্তিষ্ক যে সিদ্ধান্ত নেয়, সেই পদ্ধতিটি রিলে দৌড়ের মতো। উদ্দীপনা ক্রমে ক্রমে একের পর এক ধাপ পেরিয়ে মস্তিষ্কের ফ্রন্টার কর্টেক্সে পৌঁছয়। সেখানেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যারা উদ্দীপনা গ্রহণ করে, তারা সিদ্ধান্ত নেয় না

ভেজাল রাসায়নিকে নাজেহাল রসনা

খাদ্যের প্লেটে বিষ। রাসায়নিক ভেজালের কৌশলে মানুষের শরীরে ঢুকছে বিষাক্ত পদার্থ। মানবদেহ, পশুপাখি, পরিবেশ ও প্রকৃতি একইসঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সচেতনতা সেই অর্থে নেই, নিয়ন্ত্রণেও রয়েছে ফাঁক। লিখছেন **তুহিন সাজ্জাদ সেখ**

পুষ্টির নামে অপুষ্টি

এখন সবাই খুবই স্বাস্থ্য সচেতন যে। সবাই ডায়েট করেন। আর ডায়েট মানেই স্থানীয় মেনু একপ্রকার ত্যাগ করে নানারকম বিচিত্র ইংরেজি পরিভাষা সমৃদ্ধ সাপ্লিমেন্টস গ্রহণ। ফলে হচ্ছে, হিতে বিপরীত। স্বাস্থ্যের নামে আদতে অস্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণে জীবনে নেমে আসছে মৃত্যু সংকট!

খাবার দেখতে আমাদের কাছে চেনা ও সহজ, এই যেমন এক গ্লাস দুধ, এক মুঠো হলুদ গুঁড়ো, ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত, মাছের ঝোল, কষা মাংস, কুমড়োর ছক্কা, কিংবা নিতান্তই ডিমের পোঁচ। কিন্তু এই পরিচিত দৃশ্যের আড়ালেই লুকিয়ে আছে এক অদৃশ্য রসায়ন, যা প্রায়শই পুষ্টির প্রতিশ্রুতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। খাদ্য ও খাদ্যদ্রব্যে মেশানো হয় নানারকম রাসায়নিক ভেজাল। তবে ভারতবর্ষে খাদ্যে ভেজাল কেবল একপ্রকার আর্থিক প্রতারণা নয়; এটি এক গভীর জনস্বাস্থ্য সংকট, যার শিকড় নিহিত রয়েছে রসায়নের অপব্যবহারে।

খাদ্য ভেজালের রাসায়নিক সংজ্ঞা

খাদ্য ভেজাল বলতে বোঝায় খাদ্যের প্রকৃতি, গুণমান বা নিরাপত্তা নষ্ট করে এমন কোনও পদার্থের ইচ্ছাকৃত সংযোজন, প্রতিস্থাপন বা অপসারণ। এর মধ্যে পড়ে এমন সব রাসায়নিক, যেগুলি ওজন বাড়াতে, রং উজ্জ্বল করতে বা সংরক্ষণকাল বাড়াতে যোগ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে পরিবহণ, সংরক্ষণ বা উৎপাদনের সময় অনিচ্ছাকৃত দূষণও ঘটে।

রসায়নের দৃষ্টিতে ভেজাল কোনও নিষ্প্রাণ 'ফিলার' নয়। এগুলি মানবদেহে প্রবেশ করে কোষ, এনজাইম ও বিপাকীয় প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি বিক্রিয়া করে; ফলে দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনা তৈরি হয়। এই ভেজালগুলির মধ্যে রয়েছে শিল্পজাত রং, সংরক্ষণকারী রাসায়নিক, কীটনাশক, ভারী ধাতু এমনকি ফরমালডিহাইড।

অস্বাস্থ্যকর পরিসংখ্যান

ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা সংস্থা ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অব ইন্ডিয়ার সাম্প্রতিক নজরদারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩–২৪ অর্থবর্ষে পরীক্ষা করা প্রায় ১.৫ লক্ষ খাদ্য নমুনার মধ্যে ২০ শতাংশেরও বেশি মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়নি। অর্থাৎ, প্রতি পাঁচটি খাদ্যের মধ্যে একটি কোনও না কোনওভাবে অস্বাস্থ্যকর। দেখা গেছে মশলা দূষণের হার আরও উদ্বেগজনক। দেশজুড়ে পরীক্ষিত নমুনার প্রায় ১২ শতাংশে ক্ষতিকর রাসায়নিক বা কীটনাশকের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। দুগ্ধজাত খাদ্যেও পরিস্থিতি ভয়াবহ। কিছু শহরে পরীক্ষা করা পনিরের ৮০ শতাংশ পর্যন্ত নমুনা গুণগত পরীক্ষায় ব্যর্থ, এবং প্রায় ৪০ শতাংশ সরাসরি স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিরাপদ বলে চিহ্নিত হয়েছে। এই সংখ্যাগুলি কেবল পরিসংখ্যান নয়, এগুলি আমাদের খাদ্যব্যবস্থার উপর চলমান রাসায়নিক আক্রমণের প্রমাণ।

ভেজালের কালো ছায়া

ভারতীয় মিষ্টি, চানাচুর, শরবত বা মশলার উজ্জ্বল রং অনেক সময় প্রকৃতি থেকে আসে না। তার বদলে ব্যবহার করা হয় সিন্থেটিক অ্যাজো ডাই, যা মূলত কাপড় রং করার শিল্পে ব্যবহৃত হয়। রসায়নের ভাষায়, এই রংগুলি অ্যারোম্যাটিক যৌগ, যাদের গঠনে কনজুগেটেড ডাবল বন্ড থাকে, যা শোষণ করে উজ্জ্বল রং তৈরি করে। কিন্তু এই একই গঠন মানবদেহে ঢুকে কোষীয় স্তরে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। দীর্ঘদিন এই ধরনের রং গ্রহণ করলে অ্যালার্জি, হাঁপানি, স্নায়বিক সমস্যা এবং কিছু ক্ষেত্রে ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়তে পারে। এ কথা বহু গবেষণায় উঠে এসেছে। মরা দেহ সতেজ রাখতে যে ফরমালিন ব্যবহার করা হয়, সেই রাসায়নিক আজ মাছ সংরক্ষণে ব্যবহৃত হচ্ছে। জলজ প্রাণী, বাস্তুতন্ত্র ও মানুষ একসঙ্গে এই মারণ বিষক্রিয়ার শিকার হচ্ছে। ফরমালডিহাইড এক ধরনের অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল কার্বোনিল যৌগ। জলে দ্রবীভূত হলে এটি ফরমালিন নামে পরিচিত এবং শক্তিশালী জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে। এই গুণের কারণেই কিছু অসাধু

ব্যবসায়ী মাছ, ফল এমনকি দুধ সংরক্ষণে ফরমালিন ব্যবহার করেন। কিন্তু এই রাসায়নিক মানবদেহে প্রবেশ করলে প্রোটিন ও ডিএনএ-এর সঙ্গে কোভ্যালেন্ট নামে বিশেষ বন্ধন তৈরি করে। ফলে কোষের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হয়। আন্তর্জাতিক ক্যানসার গবেষণা সংস্থা ফরমালডিহাইডকে সম্ভাব্য মানব ক্যানসারকারক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। দীর্ঘদিন ফরমালিনযুক্ত খাদ্য গ্রহণে কিডনি, লিভার ও স্নায়ুতন্ত্রের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।

আধুনিক কৃষিতে ব্যবহৃত কীটনাশকের রাসায়নিক গঠন এমনভাবে তৈরি, যাতে পোকামাকড়ের স্নায়ুতন্ত্র ধ্বংস হয়। কিন্তু একই রাসায়নিক মানবদেহে জমে গেলে হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে, স্নায়বিক সমস্যা ও ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। ভারী ধাতু, যেমন সীসা, ক্যাডমিয়াম ও পারদ, মাটি ও জল থেকে শস্যে প্রবেশ করে। এরা দেহে জমা হয়, ভাঙে না, এবং এনজাইমের কার্যকারিতা ব্যাহত করে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস সৃষ্টি করে। ফলে মুক্ত মূলক ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় এবং কোষের গঠন বিঘ্নিত হয়।

স্বাস্থ্যগত অভিঘাত

খাদ্যে ব্যবহৃত ক্ষতিকর ভেজাল গুলোর তালিকা অনেক লম্বা, যেমন ফর্মালিন, ইউরিয়া, ডিটারজেন্ট, হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড, ক্যালসিয়াম কার্বাইড, মেটানিল ইয়েলো, রোডামিন বি, সিসা ক্রোমেট, বোরিক অ্যাসিড, নাইট্রেট, নাইট্রাইট, মিনারেল অয়েল ও আর্গেমোন তেল। এই সব ভেজালের প্রভাব তাৎক্ষণিকও হতে পারে, আবার দীর্ঘস্থায়ী ও মারাত্মকও হতে পারে। চক পাউডার বা স্টার্চ মেশানো খাবারে পেটের সমস্যা হয়, কৃত্রিম রং অ্যালার্জি সৃষ্টি করে। কিন্তু ফরমালিন বা কীটনাশকের মতো রাসায়নিক দীর্ঘদিন শরীরে জমে ক্যানসার, লিভার ফেলিওর বা হরমোনজনিত রোগের ঝুঁকি বহুগুণ বাড়ায়। একই সঙ্গে ভেজাল খাদ্য পুষ্টিমান কমিয়ে দেয়। দুধে জল মেশালে প্রোটিন ও ক্যালসিয়াম কমে যায়, ফলে অপুষ্টি চোখে না পড়লেও শরীরে তার প্রভাব পড়ে।

আইন আছে, প্রয়োগ দুর্বল

ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা আইন ও নির্ধারিত মানদণ্ড বৈজ্ঞানিকভাবে যথেষ্ট শক্ত হলেও বাস্তব প্রয়োগে ঘাটতি রয়ে গেছে। পরীক্ষাগারের অভাব, পর্যাপ্ত পরিদর্শকের সংকট এবং বিশাল অনানুষ্ঠানিক খাদ্যব্যবস্থা যা মোট সরবরাহের প্রায় ৭০ শতাংশ, নিয়ন্ত্রণকে কঠিন করে তোলে। রসায়নই অস্ত্র, রসায়নই রক্ষা। খাদ্য ভেজাল আসলে রসায়নের বিকৃত ব্যবহার। যে বিজ্ঞান খাদ্য সংরক্ষণ, রং ও স্বাদের উন্নতির জন্য তৈরি হয়েছিল, তাকেই জনস্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র করা হয়েছে। এর মোকাবিলা সম্ভব কেবল বিজ্ঞান দিয়েই, উন্নত পরীক্ষাপদ্ধতি, কঠোর নিয়ন্ত্রণ, এবং জনসচেতনতার মাধ্যমে। শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন একটাই, রসায়ন কি আমাদের থালা ভরাবে, না বিষ ঢালবে? উত্তর নির্ভর করছে আমরা কোন পথে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করি তার উপর।

আলোক

মাঠে ময়দানে
2 June, 2026 • Tuesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতি ম্যাচে ফিনল্যান্ডকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিল জার্মানি

পানামাকে আধ ডজন গোলে ওড়াল ব্রাজিল

গোলের পর ভিনিসিয়াস ও কাসেমিরো উচ্ছ্বাস।

রিও ডি জেনেইরো, ১ জুন : বিশ্বকাপে আগে চেনা ছন্দে ব্রাজিল। সোমবার মারাকানা স্টেডিয়ামে প্রস্তুতি ম্যাচে পানামাকে ৬-২ গোলে উড়িয়ে দিলেন কার্লো আনচেলোত্তির ফুটবলাররা। পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের হয়ে গোল করেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র, কাসেমিরো, রায়ান, লুকাস পাকেতা, ইগর থিয়াগো ও দানিলো। তবে এই বড় জয়েও প্রথমার্ধের খেলা নিয়ে কিছুটা অস্বস্তিতে আনচেলত্তি। দ্বিতীয়ার্ধে একসঙ্গে ১০ খেলোয়াড় পরিবর্তনের পরই ব্রাজিলের খেলায় চেনা ছন্দ দেখা গেছে।

ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটেই ব্রাজিলকে এগিয়ে দেন ভিনিসিয়াস। কিন্তু ১৪ মিনিটে মাথিউস কুনহার আত্মঘাতী গোলে সমতা ফেরায় পানামা। ম্যাচের প্রথমার্ধে আনচেলোত্তি দলকে খেলিয়েছেন ৪-২-৪ ফর্মেশনে। তাতে দুই মিডফিল্ডার ব্রুনো গিমেরেস ও কাসেমিরোকে চাপের মধ্যে থাকতে হয়েছে। যদিও প্রথমার্ধের শেষ দিকে ভিনির সেন্টার থেকে হেডে গোল করে ব্যবধান ২-১ করেন কাসেমিরো।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ১০ জন খেলোয়াড়ই বদল করেন আনচেলোত্তি। ছক বদলে চলে যান ৪-৩-৩ ফর্মেশনে। মাঝমাঠে ফাবিনহোর সঙ্গে লুকাস পাকেতা ও দানিলোর জুটির দাপটে চেনা ছন্দে ফেরে সেলেকাওরা। ৫৩ মিনিটে রায়ানের দুরন্ত গোলে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ব্রাজিল। এরপর ৬০, ৬৩ এবং ৮১ মিনিটে পানামার উপর আরও তিনটি গোল চাপিয়ে দেন যথাক্রমে পাকেতা, থিয়াগো ও দানিলো। ম্যাচের শেষ দিকে প্রতি আক্রমণে থেকে পানামার দ্বিতীয় গোলটি করেন কার্লোস হার্ভি।

পুরোপুরি ফিট নন বলে নেইমার খেলেননি। কিন্তু ম্যাচ শেষ হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে ছবি তোলার হুড়োহুড়ি পড়ে যায় পানামার ফুটবলারদের মধ্যে। নেইমার কাউকেই বিমুখ করেননি। হাসিমুখে সবার সঙ্গে ছবি তোলেন।

বিশ্বকাপ দেখা যাবে জি-তেই

নয়াদিল্লি, ১ জুন : অবশেষে স্বস্তি! ফুটবল বিশ্বকাপের ম্যাচ ভারতে সরাসরি সম্প্রচার করার স্বত্ব পেল জি এন্টারটেনমেন্ট। টুর্নামেন্ট শুরুর মাত্র ১০ দিন আগে জট কাটায়, স্বস্তিতে ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীরা। জি এন্টারটেনমেন্ট এন্টারপ্রাইজ় লিমিটেডের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা ফিফার। সোমবার এই কথা জানিয়েছে সংস্থাটি। ফিফার সঙ্গে আট বছরের চুক্তি হয়েছে ভারতীয় সম্প্রচারকারী সংস্থার। ফলে শুধু এবারের বিশ্বকাপ নয়, ২০২৭ সালের মহিলাদের ফুটবল বিশ্বকাপ, ২০৩০ সালের পুরুষদের ফুটবল বিশ্বকাপ-সহ ২০৩৪ সাল পর্যন্ত মোট ৩৯টি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট দেখাবে তারা। জি এন্টারটেনমেন্ট আরও জানিয়েছে, সম্প্রতি তারা চারটি চ্যানেল চালু করেছে। এই চ্যানেলগুলি হল— যথাক্রমে ইউনাইট ৮ স্পোর্টস ১, ইউনাইট ৮ স্পোর্টস ১ এইচডি, ইউনাইট ৮ স্পোর্টস ২ ও ইউনাইট ৮ স্পোর্টস ২ এইচডি। এই চারটি চ্যানেলে দেখা যাবে বিশ্বকাপের খেলা। পাশাপাশি জি-ফাইভ অ্যাপেও খেলা দেখতে পাবেন দর্শকেরা। তবে কত টাকায় চুক্তি হয়েছে তা এখনও জানা যায়নি। সূত্রের খবর, ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৩৩২ কোটি টাকায় ফিফার সঙ্গে চার বছরের চুক্তি করেছে জি এন্টারটেনমেন্ট। এত অর্থ ভারতের অন্য কোনও সম্প্রচারকারী চ্যানেল এর আগে দিতে চায়নি। শেষ কয়েক দিন ধরেই কথাবার্তা চলছিল ফিফার।

ডাচ দলকে নিয়ে স্বপ্ন ভ্যান ডাইকের

গোলের উচ্ছ্বাস ভ্যান ডাইকের।

আমস্টারডাম, ১ জুন : ১৯৭৪, '৭৮ এবং ২০১০— এই তিন বিশ্বকাপের রানার-আপ নেদারল্যান্ডস। যদি এই তিনটি বিশ্বকাপ ডাচরা জিতত, তাহলে বিশ্ব ফুটবলের গল্প অন্যরকম হতে পারত। ২০২৬ বিশ্বকাপেও 'ডার্ক হর্স' তকমা নিয়েই অভিযান শুরু করবে নেদারল্যান্ডস। এবারের ডাচ টিমকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন অধিনায়ক ভার্জিল ভ্যান ডাইক।

টানা আট ম্যাচে অপরাজিত থেকে বাছাইপর্ব শেষ করলেও এবারও খেতাব জয়ের ক্ষেত্রে 'আন্ডারডগ' হিসেবেই দেখা হচ্ছে ডাচদের। ১৯৮৮ সালে রুড গুলিট, মার্কো ভ্যান বাস্তেন, ফ্র্যাঙ্ক রাইকার্ডদের স্মরণীয় ইউরো জয়ের পর বিশ্বমঞ্চে সেই সাফল্যের পুনরাবৃত্তি হয়নি। ইতিহাস বদলানোর আশায় নেদারল্যান্ডস দলের অধিনায়ক আস্থা রাখছেন দলগত সংহতির উপর।

ফিফাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অধিনায়ক ভ্যান ডাইক বলেছেন, আমাদের দলটি অত্যন্ত সুসংহত। খেলোয়াড়দের উপর গভীর আস্থা রয়েছে। তবে বড় টুর্নামেন্টে ভাগ্যের সহায়তাও প্রয়োজন। এখন আমাদের প্রচুর ম্যাচ খেলতে হয়। সে সব বিবেচনায় রেখে বলা যায়, দলের কয়েকজন খেলোয়াড়ের এমন কিছু বিশেষ মুহূর্ত উপহার দেওয়া প্রয়োজন, যখন তারা কোনও চোট-আঘাত ছাড়াই নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিতে পারবে। যখন আমাদের দলটির দিকে তাকাই এবং ভাবি যে, আমরা কী অর্জন করতে সক্ষম, তখন আমি বিশ্বাস করি যে, আমরা বিশেষ কিছু করে দেখাতে পারব।

আর্জেন্টিনা শিবিরে যোগ দিলেন মেসি

কানসাস সিটি, ১ জুন : বাকি ফুটবলারদের নিয়ে কোচ লিওনেল স্কালোনি পৌঁছে গিয়েছিলেন আগেই। এবার বিশেষ বিমানে ইন্টার মায়ামি সতীর্থ রডরিগো ডি'পলকে নিয়ে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ শিবিরে যোগ দিলেন লিওনেল মেসিও। গতবারের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়নরা কাপ দখলে রাখার প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন সোমবার থেকেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কানসাস সিটিতে ঘাঁটি গেড়েছে আর্জেন্টিনা দল। স্থানীয় কম্পাস মিনারেলস ন্যাশনাল পারফরম্যান্স সেন্টারে স্কালোনির দল বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নেবে। মেজর সকার লিগের ক্লাব স্পোর্টিং কানসাস সিটির ক্রীড়া পরিকাঠামো ব্যবহার করবেন মেসিরা। ইতিমধ্যেই প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড ঢেকে ফেলা হয়েছে 'ভামোস আর্জেন্টিনা'— নামের বিশাল পোস্টারে। বিশ্বকাপে জে গ্রুপে রয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। আলজেরিয়া ছাড়াও গ্রুপ ম্যাচে তাদের খেলতে হবে অস্ট্রিয়া ও জর্ডনের সঙ্গে। তার আগে দু'টি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন মেসিরা। ৬ ও ৯ জুন যথাক্রমে হন্ডুরাস এবং আইসল্যান্ডের সঙ্গে।

২০২২ বিশ্বকাপে মেসি অসাধারণ

> কানসাস সিটিতে ঘাঁটি গেড়েছে আর্জেন্টিনা দল। স্থানীয় কম্পাস মিনারেলস ন্যাশনাল পারফরম্যান্স সেন্টারে স্কালোনির দল বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নেবে।

ফুটবল খেলে আর্জেন্টিনার হাতে কাপ তুলে দিয়েছিলেন। সাতটি গোল করা ছাড়াও তিনটি অ্যাসিস্ট ছিল তাঁর নামের পাশে। এবারও মেসিই আর্জেন্টিনা দলের প্রধান ভরসা। চলতি মরশুমে ক্লাবের হয়ে দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন। কোচ স্কালোনি আত্মবিশ্বাসী, বিশ্বকাপেও মেসিকে সেরা ছন্দে পাওয়া যাবে বলে।

জাতীয় শিবিরে মেসি। সঙ্গে সতীর্থ রডরিগো ডি'পল।

কোয়ার্টার ফাইনালে জেরেভ ও শ্বেতলিনা

প্যারিস, ১ জুন : কেরিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাব জয়ের দিকে এগোচ্ছেন আলেকজান্ডার জেরেভ। পুরুষদের দ্বিতীয় বাছাই জেরেভ ৭-৬ (৭/৩), ৬-৪, ৬-১ সেটে জেসপার ডি জংকে হারিয়ে ফ্রেঞ্চ ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেলেন। স্ট্রেট সেটে জিতলেও, ডাচ প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারাতে রীতিমতো বেগ পেতে হয়েছে জেরেভকে।

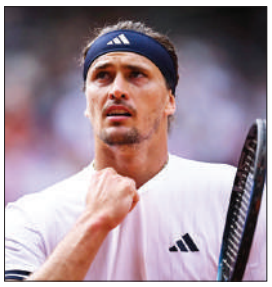

২৯ বছর বয়সী জার্মান তারকা দু'বছর আগেও ফ্রেঞ্চ ওপেনের ফাইনালে উঠেছিলেন। কিন্তু কার্লোস আলকারেজের কাছে হেরে রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল জেরেভকে। এবার চোটের কারণে আলকারেজ নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ছিটকে গিয়েছেন জানিক সিনার এবং নোভাক জকোভিচও। ফলে জেরেভের সামনে প্রথমবার ফ্রেঞ্চ ওপেন ট্রফি জেতার দারুণ সুযোগ।

এদিকে, মেয়েদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন সপ্তম বাছাই এলিনা শ্বেতলিনাও। তিনি সুইজারল্যান্ডের বেলিন্ডা বেনচিচকে ৪-৬, ৬-৪, ৬-০ সেটে হারিয়েছেন। ইউক্রনের শ্বেতলিনা এবার মুখোমুখি হবেন স্বদেশীয় মার্তা কস্তিউকের। মার্তা আবার চারবারের ফ্রেঞ্চ ওপেন চ্যাম্পিয়ন ইগা সুইয়াটকে আগের রাউন্ডে হারিয়ে শেষ আটে উঠেছেন। ফলে শ্বেতলিনার সামনে কঠিন লড়াই অপেক্ষা করছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মঙ্গলবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টি-২০ ম্যাচ হরমনপ্রীত কৌরদের

মাঠে ময়দানে

2 June, 2026 • Tuesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২ জুন ২০২৬
মঙ্গলবার

রায়ান নেই তাজিকিস্তানে

● **নয়াদিল্লি :** জামাইকার বিরুদ্ধে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়ায় ইউনিটি কাপের তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচে খেলতে পারেননি রায়ান উইলিয়ামস। চোট গুরুতর হওয়ায় সম্ভবত দেশে ফিরে আসছেন ভারতীয় পাসপোর্টের অধিকারী অস্ট্রেলীয় তারকা। রায়ান দলের সঙ্গে তাজিকিস্তান যাচ্ছেন না। লন্ডন থেকেই জোড়া ফ্রেন্ডলি খেলতে হিসোর যাচ্ছেন খালিদ জামিলের দল। মোহনবাগান তাদের ফুটবলারদের ছাড়ছে ফিফা উইন্ডোয় জাতীয় দলের হয়ে খেলার জন্য। সাহাল, লিস্টন কোলাসোদের সঙ্গে চোটের কারণে আপুইয়া অবশ্য যাচ্ছেন না। তাজিকিস্তানের বিরুদ্ধে দু'টি ফ্রেন্ডলি রয়েছে ৫ এবং ৯ জুন।

ওচোয়ার ষষ্ঠ বিশ্বকাপ

● **মেক্সিকো সিটি :** ৪০ বছর বয়সী তারকা গোলকিপার গিলেরমো ওচোয়াকে রেখেই বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করল মেক্সিকো। এবারের ফিফা বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক মেক্সিকো। দেশের মাঠে ষষ্ঠ বিশ্বকাপ খেলবেন ওচোয়া। দুই মহাতারকা লিওনেল মেসি এবং ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সঙ্গে যৌথভাবে কেরিয়ারের ছ'নম্বর বিশ্বকাপ খেলার রেকর্ড গড়তে চলেছেন মেক্সিকোর গোলকিপার। ২০০৬ সালে জার্মানিতে প্রথমবার বিশ্বকাপে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন ওচোয়া। মেক্সিকো দলে জায়গা পেয়েছেন ১৭ বছরের অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার গিলবার্তো মোরা। মেক্সিকোর কোচ জেভিয়ার অ্যাগুয়ারের এটি তৃতীয় বিশ্বকাপ।

ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল

● **প্রতিবেদন :** পি সেন ট্রফির সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গল সোমবার মোহনবাগানকে সুপার ওভারে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে। বুধবার ফাইনালে তারা খেলবে টাউন ক্লাবের বিরুদ্ধে। প্রথমে ব্যাট করে ইস্টবেঙ্গল ৩৭.৩ ওভারে তোলে ২৯১ রান। মোহনবাগান ৩৮ ওভারে করে ২৯১-৮। দু'দলের সুদীপ কুমার ঘরামি ৫৭, মণিশঙ্কর মুরাসিং ৫৩, অভিমন্যু ঈশ্বরণ ৮৮ ও অভিষেক রমন ৬১ রান করেন। খেলা টাই হয়ে গেলে সুপার ওভারে মোহনবাগান ১৪-০ করার পর ইস্টবেঙ্গল ১ বল বাকি রেখে ১৫-১ তুলে ম্যাচ জিতে যায়।

দায়িত্ব ছাড়লেন অস্কার, সংকট বাড়ল ইস্টবেঙ্গলে

প্রতিবেদন: তাঁর হাত ধরেই ২২ বছরের শাপমুক্তি। প্রথমবার আইএসএল জয়ের পর আশা-আশঙ্কার দোলাচলে ছিলেন ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল কোচ বিদায়ের গন্ধ। ৩১ মে পর্যন্ত ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি ছিল অস্কার ব্রুজোর। শেষ পর্যন্ত সোমবার সমাজমাধ্যমে সমর্থকদের উদ্দেশে খোলা চিঠিতে বিদায়বার্তা দিয়ে সরে গেলেন স্প্যানিশ কোচ। ইস্টবেঙ্গলে শেষ অস্কার-অধ্যায়।

সোমবার বিকেলে যখন ক্লাব ও লগ্নিকারী সংস্থার কর্তারা দলগঠন ও কোচের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনার জন্য বৈঠকে বসেছিলেন, ঠিক তখনই সমাজমাধ্যমে বিদায়ীবার্তা দেন অস্কার। সমর্থকদের উদ্দেশ্যে তিনি লেখেন, 'আমাগো ফ্যানরা ইস্টবেঙ্গলের প্রাণ। তাঁদের উদ্দেশ্য করে আবেগভরা চিঠি লিখছি। এই মরশুমটা আমি সারাজীবন মনে রাখব। আইএসএল জয় এক ঐতিহাসিক ঘটনা। তারা সবাই অসাধারণ। আমরা ডুরান্ড ও সুপার কাপের ফাইনালে উঠেছি। সেখানে হেরে গেলেও কামব্যাক করেছি। আইএসএল জয়ের জন্য দারুণ মানসিক শক্তি দেখিয়েছি। তার জন্য আমি গর্বিত।

আইএসএলের শেষ লগ্নে এসে আচমকা অস্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন, নতুন মরশুমে তিনি ইস্টবেঙ্গলে কোচিং করাবেন না। ক্লাব ম্যানেজমেন্টকে বার্তা দিয়েছিলেন, দ্রুত পরিকল্পনা জানানোর জন্য। ফেডারেশনের রোডম্যাপের অপেক্ষাতেও ছিলেন। অস্কারের কাছে বিভিন্ন ক্লাবের প্রস্তাবও ছিল। ইমামি ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে শেষ বৈঠকে চুক্তিবৃদ্ধি নিয়ে আলোচনাও হয়। চুক্তির অঙ্ক বাড়ানোর দাবিও জানিয়েছিলেন অস্কার। কিন্তু ম্যানেজমেন্টের কাছ

থেকে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে ইতিবাচক বার্তা না পাওয়াতেই নতুন মরশুমের প্রথম দিন দায়িত্ব ছাড়ার সিদ্ধান্ত অস্কারের। কোচের বিদায়ে সংকট বাড়ল ইস্টবেঙ্গলের। অস্কার চলে যাওয়ায় চ্যাম্পিয়ন দলটাই ভেঙে যেতে পারে। স্প্যানিশ কোচ তিন ফুটবলার মিগুয়েল, মহম্মদ রশিদ এবং কেভিন সিবিল্লেকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন তাঁর নতুন ক্লাবে। প্রভসুখন সিং গিল, মহম্মদ রাকিপের মতো বেশ কিছু ভারতীয় ফুটবলারেরও চুক্তি শেষ। ফলে এএফসি এবং আইএসএলের জন্য নতুন কোচ-সহ নতুন দল তৈরি করতে হবে। ইমামি কি রোডম্যাপ ছাড়া বড় বাজেটের দল গড়তে আগ্রহী হবে? এদিন বৈঠকে থাকা এক ক্লাব কর্তা বললেন, ইমামির থাকার সম্ভাবনা এখন ৫০-৫০। আমাদের ফের আলোচনায় বসতে হবে।

কোচ বাস্তবই লিগে বাগানের দায়িত্বে

প্রতিবেদন : নতুন মরশুমে কলকাতা লিগকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে মোহনবাগান। গত দুই মরশুমে ঘরোয়া লিগে সবজ-মেরুনের কোচের দায়িত্বে থাকা ডেগি কার্ডোজো টানা ব্যর্থতার জেরে পদত্যাগ করেছেন। নতুন মরশুমে আস্থা রাখা হয়েছে সিনিয়র দলের সহকারী কোচ বাস্তব রায়ের উপরই। তাঁর অধীনেই মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট আসন্ন কলকাতা লিগে খেলবে। বুধবার ৩ জুন শুরু হচ্ছে ঘরোয়া লিগের প্রস্তুতি। মোহনবাগান মাঠে বিকেলে অনুশীলন শুরু হবে। বাস্তবের সহকারী নীলাঞ্জন গুহ। গোলকিপার কোচের দায়িত্ব পালন করবেন অভিজ্ঞ অভ্র মণ্ডলই।

সিনিয়র দলের রিজার্ভ বেঞ্চের ফুটবলারদের সঙ্গে সবুজ-মেরুন জার্সিতে ঘরোয়া লিগে খেলতে দেখা যাবে কিছু জুনিয়র ফুটবলারকেও। পাশাপাশি থাকবেন অন্য দল থেকে আসা কয়েকজন সফল ফুটবলার। কলকাতা লিগে একাদশে ছ'জন ভূমিপুত্র খেলানো বাধ্যতামূলক। তাই নিয়ম মেনে বঙ্গসন্তান খেলানো হবে। গতবার ঘরোয়া লিগে যাঁরা খেলেছিলেন তাঁদের মধ্যে ১৬ জন তরুণ ও প্রতিভাবান ফুটবলারকে এবারও খেলতে দেখা যাবে। প্রিয়াংশ দুবে, টংসিং, করণ রাইদের সঙ্গে অনূর্ধ্ব ১৬ দল থেকে নেওয়া হয়েছে প্রতিশ্রুতিমান রাজদীপ পালকে। সিনিয়র দলের রিজার্ভ বেঞ্চের ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস, সুহেল ভাট, অভিষেক সূর্যবংশী, কিয়ান নাসিরিদেরও নেওয়া হয়েছে স্কোয়াডকে শক্তিশালী করতে। অন্য ক্লাব থেকে মোহনবাগানে খেলার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ বাসফোর এবং তন্ময় ঘোষের মতো সফল ফুটবলার। এদিকে, ১৫ জুলাই থেকে শুরু হতে চলা ডুরান্ড কাপে বিদেশির সংখ্যা কমিয়ে ভারতীয় ফুটবলারদের খেলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ডুরান্ড কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছে মোহনবাগান।

৭০০ রানের টার্গেট রেখেছিলাম: বৈভব

আমেদাবাদ, ১ জুন : যে কোনও টুর্নামেন্টের আগে নিজের লক্ষ্যের কথা লিখে রাখা অভ্যাস বৈভব সূর্যবংশীর। ১৬ ম্যাচে ৭৭৬ রান করে কমলা টুপি জিতে বৈভব জানিয়েছে, আইপিএল শুরুর আগেই নিজের জন্য ৭০০ রানের লক্ষ্য স্থির করে রেখেছিল।

বৈভবের বক্তব্য, আইপিএল শুরুর আগেই নিজের ফোনে লিখেছিলাম, এবারের টুর্নামেন্টে আমাকে ৭০০ রান করতেই হবে। প্রত্যেক ম্যাচের আগে নিজেকে লক্ষ্যের কথা মনে করিয়ে দিতাম। প্রসঙ্গত, আইপিএলের এক মরশুমে সবচেয়ে বেশি ৭২টি ছয় মারার নজির গড়েছে বৈভব। ভেঙে দিয়েছে ক্রিস গেইলের রেকর্ড। আইপিএলের উদীয়মান ক্রিকেটারের পাশাপাশি সবচেয়ে মূল্যবান ক্রিকেটারের পুরস্কারও জিতেছে। সবচেয়ে আগ্রাসী ব্যাটিং করে সুপার স্ট্রাইকার পুরস্কার পেয়েছে। আইপিএলে বিশ্বপর্যায়ের একঝাঁক ক্রিকেটারের ভিড়ে মোট পাঁচটি পুরস্কার ছিনিয়ে নিয়েছে বৈভব। স্বভাবতই ক্রিকেটমহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে তাকে নিয়ে।

বৈভব বলছেন, অনেক কিছু শিখেছি। চাপের সময় কীভাবে খেলতে হয়। ম্যাচের পরিস্থিতি বুঝে কীভাবে খেলার ধরন পাল্টাতে হয় এগুলো শিখেছি। প্রত্যেক বল একই মানসিকতা নিয়ে খেলা যায় না। ম্যাচের পরিস্থিতি এবং দলের প্রয়োজন বুঝে খেলতে হয়। প্লে-অফ পর্বের ম্যাচগুলো থেকেও অনেক কিছু শিখেছি।

একই টেস্টে লালের সঙ্গে গোলাপি বলও

আমেদাবাদ, ১ জুন : পরীক্ষামূলকভাবে একই টেস্টে লাল এবং গোলাপি বলে খেলার নিয়ম চালু করা হবে। তবে খারাপ আলোর কারণে খেলা ব্যাহত হলে তবেই দু'টি বলে খেলা যাবে। সোমবার আমেদাবাদে আইসিসি-র বৈঠকের পর একথা জানানো হয়েছে। এই বৈঠকে বাংলাদেশ বোর্ডের নির্বাচন খতিয়ে দেখার জন্য আইসিসি-র অতিথিদল পাঠানোর ঘোষণা করা হয়েছে। আইসিসি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, খারাপ আলোর কারণে কোনও টেস্টের কোনও দিনের খেলা ব্যাহত হলে, দিনের আলো কমে আসার পর গোলাপি বলে ম্যাচ খেলা যাবে। তবে তার জন্য দুই দলকেই রাজি হতে হবে। লাল বলে ম্যাচ শুরু হবে। আলো কমে এলে ফ্লাডলাইট জ্বালিয়ে গোলাপি বলে খেলা চালানো যাবে। আইসিসি জানিয়েছে, টি-২০ ফরম্যাটের মতো টেস্টেও জলপানের বিরতিতে কোচেরা মাঠে ঢুকে ক্রিকেটারদের সঙ্গে কৌশলগত আলোচনা করতে পারেন।

চিরকালীন টুটু বোস, অবসরে সদস্য কার্ড

প্রতিবেদন : মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে স্বপনসাধন বোস ওরফে টুটুবাবুর নামটা সমার্থক হয়ে গিয়েছিল। সদ্য প্রয়াত মোহনবাগানরত্ন তথা ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতির স্মরণসভায় সকলের প্রিয় টুটুদাকে অনন্য সম্মান জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে টুটু বোসের স্মরণসভায় মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত প্রস্তাব দিয়েছেন, প্রিয় টুটুদার সদস্য কার্ডের নম্বরটি চিরতরে সংরক্ষিত করে রাখা হোক।

টুটু বোসের স্মরণসভা। সোমবার।

মোহনবাগান সভাপতি বলেন, ক্লাবের কর্মসমিতির কাছে আমার প্রস্তাব থাকবে, টুটুদার যে সদস্য কার্ড সেটাকে চিরকালের জন্য সংরক্ষণ করা হোক। যতদিন না টুটুদার পুনর্জন্ম হচ্ছে, আমাদের যতদিন না মনে হচ্ছে, টুটু বোসের মতো কেউ ক্লাব প্রশাসনে ফিরে এসেছেন, তাঁর মতো করে ক্লাবকে ভালবাসছেন, ততদিন তাঁর মেম্বারশিপ কার্ডের নম্বর কাউকে দেওয়া হবে না।

স্মরণসভায় দলমত নির্বিশেষে সকল মোহনবাগানপ্রেমী তথা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত হয়ে টুটু বোসের স্মৃতিচারণা করেন। প্রাক্তন ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শিশির ঘোষ, অলোক মুখোপাধ্যায়, মানস ভট্টাচার্য, বিদেশ বোসেরা স্মৃতিচারণা করেন। বাগানের ঘরের ছেলে সুব্রত বলেন, টুটুদা আমাকে সই করানোর জন্য শ্যামনগরে চলে গিয়েছিলেন। তিনিই মোহনবাগানকে নতুন উচ্চতায় তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। অলোক, মানস, বিদেশদের গলাতেও একই সুর। তাঁদের কথায়, টুটুদা মানেই মোহনবাগান। ফুটবলারদের অভিভাবক। ক্লাব সচিব সৃঞ্জয় বোস বলেন, আমার সৌভাগ্য, টুটু বোস আমার বাবা। ওঁর জন্য আমি মোহনবাগানকে পেয়েছিলাম। প্রয়াত টুটু বোসকে গান উৎসর্গ করেন সঙ্গীতশিল্পী লোপামুদ্রা মিত্র। গানে-গানে শ্রদ্ধা জানালেন সত্যজিৎ দাস।

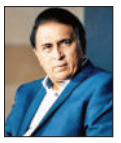

শুভমনদের সঙ্গে অন্যায় হয়েছে, ওরা ২৪ ঘণ্টাও সময় পায়নি! ফাইনাল রবির বদলে সোমবার করা যেত। বললেন গাভাসকর

অনুষ্কার সঙ্গে নাচ, সেলিব্রেশনে নজর কাড়ল বিরাটের টি শার্টও

আমেদাবাদ, ১ জুন : জয়ের উৎসব বোধহয় এরকমই হয়! টানা দ্বিতীয়বার আইপিএল জিতে আনন্দের জোয়ারে ভেসে গেল আরসিবি শিবির। কে নেই তাতে! যোগ দিলেন বিরাট কোহলির স্ত্রী অনুষ্কা শর্মাও। পাওয়ার কাপলকে একসঙ্গে দেখে সেলিব্রেশনের জোশ আরও বেড়ে গেল। এজন্য আরসিবির তরফে অনুষ্কাকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

ফাইনালের পর মাঠেই একচোট নেচে নিয়েছিলেন বিরাট ও অনুষ্কা। তাঁদের সঙ্গে তখন আরসিবি দলের ক্রিকেটার ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। খেলার পর বিরাট আরসিবির জার্সি ছেড়ে পরে নিয়েছিলেন বিশেষ বার্তা দেওয়া টি শার্ট। যার পিঠে লেখা ছিল, ওয়ান ফেল্ট নাইস, উই ডিড ইট টোয়াইস। এই নিয়ে পরপর দু'বার আইপিএল জিতল আরসিবি। চেন্নাই ও মুম্বইয়ের পর তারাই হল দ্বিতীয় দল যারা আইপিএলে খেতাব ধরে রাখতে পেরেছে। বিরাট টি শার্টে দু'বার ট্রফি জয়ের ব্যাপারটাই মনে করিয়ে দিয়েছেন।

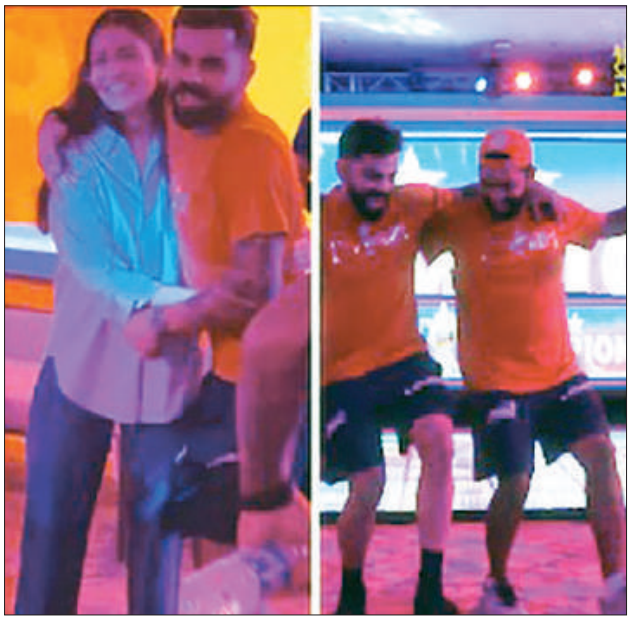

স্ত্রী অনুষ্কার সঙ্গে বিরাট। ডানদিকে দিনেশ কার্তিকের সঙ্গেও নাচ।

আরসিবি পরে একটি ভিডিও পোস্ট করেছে। যাতে রঙিন আলো ও মিউজিকের সঙ্গে বিরাট ও অনুষ্কাকে একসঙ্গে নাচতে দেখা যায়। ভিডিওতে বিরাটকে ব্যাটিং কোচ দীনেশ কার্তিকের সঙ্গেও নাচতে দেখা গিয়েছে। সেলিব্রেশনের ছবি তুলতে দেখা যায় অনুষ্কাকেও। মাঠ ও তারপর টিম হোটেল, রাতভর চলেছে 'ইস সালা কাপ নামদে'র সেলিব্রেশন। ট্রফি জয়ের উৎসবে অনুষ্কা যোগ দেওয়ায় ফ্র্যাঞ্চাইজির পক্ষ থেকে তাঁকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। আগেরবারও তাঁকে উৎসবে শামিল হতে দেখা গিয়েছিল।

ফাইনালের আগে বিরাট টিম হাডলে যে বার্তা দিয়েছিলেন তাতেই জোশ বেড়ে যায় সতীর্থদের। তিনি পরে বলেছেন, আমাদের দলে হ্যাজলউড, ভুবি, ডাফি, ক্রুনালের মতো প্লেয়ার রয়েছে। রসিক দার খুব ভাল খেলেছে। এরা সবাই ম্যাচ জেতাতে পারে। আমরা এত ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেয়েছি। বিরাট নিজেও রবিবার ফাইনালে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ হয়েছেন। তিনি জানান, সতীর্থদের এটাই বলেছিলাম যে তোমরা নিজের খেলা খেলতে পারলে আবার ট্রফি জিতব আমরা। ঠিক সেটাই করে দেখিয়েছেন রজত, ভুবিরা।

জন্মদিনে ট্রফি, মুখে শুধু দলই

পাতিদারের চোখ হ্যাটট্রিকে

আমেদাবাদ, ১ জুন : মহেন্দ্র সিং ধোনি এবং রোহিত শর্মার পর আইপিএলের ইতিহাসে তিনি তৃতীয় অধিনায়ক, যিনি টানা দু'বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। যদিও রজত পাতিদার ইতিমধ্যেই নতুন লক্ষ্য স্থির করে ফেলেছেন। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু অধিনায়কের চোখ এবার আইপিএল জয়ের হ্যাটট্রিকে!

ট্রফি হাতে বিরাটের সঙ্গে পাতিদার।

রবিবার ছিল পাতিদারের জন্মদিন। তিনি বলছেন, জন্মদিনে এর থেকে ভাল উপহার আর কী হতে পারত! তবে আমি বর্তমানে বাঁচতে পছন্দ করি। এবার আমার লক্ষ্য আগামী বছরেও দলকে চ্যাম্পিয়ন করা। টানা তৃতীয়বার এই ট্রফিটা মুঠোয় নিতে চাই।

পাতিদার আরও বলেন, পর পর দু'বার আইপিএল জেতা বড় কৃতিত্ব। ব্যক্তিগত কোনও পারফরম্যান্স মাথায় রাখতে চাই না। একটা দল হিসাবে আমরা জিতেছি। ট্রফি জেতাটাই আসল। অধিনায়ক ও ব্যাটার হিসাবে অনেক কিছু শিখেছি। সেই শিক্ষা মাথায় রেখে এগোতে চাই। আরসিবি অধিনায়কের সংযোজন, সাজঘরের পরিবেশ অবশ্যই বদলেছে। কিন্তু আমি কোনও তুলনায় যেতে চাই না। ২০২১ থেকে আমি এই দলে আছি। কিন্তু দলের মানসিকতা বদলেছে। সকলে সকলের জন্য খেলে। সকলে মিলে একসঙ্গে খেলে। তাই এই সাফল্য পেয়েছি। অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার-সহ কোচিং স্টাফদেরও কৃতিত্ব দিয়েছেন পাতিদার। তাঁর বক্তব্য, কোচ ও কোচিং স্টাফদেরও সমান কৃতিত্ব প্রাপ্য।

বাসে আগুন, তবে শুভমনরা নিরাপদ

হোটেলে ফেরার পথে বিপত্তি

আমেদাবাদ, ১ জুন : ঘরের মাঠে আইপিএল হাতছাড়া হয়েছে গুজরাট টাইট্যান্সের। রবিবার ফাইনালে তারা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে ৫ উইকেটে হেরেছে। কিন্তু হারের পর আরও বড় বিপদের মুখে পড়েছিলেন শুভমন-রাবাডারা। হোটেলে ফেরার সময় তাঁদের বাসে আগুন ধরে যায়। তবে কারও কোনও ক্ষতি হয়নি।

ঘটনার সেই মুহূর্ত। টিম বাসে আগুন।

খেলার পর ক্রিকেটাররা যখন হোটেলে ফিরছিলেন, তখনই এই ঘটনা। এক সর্বভারতীয় দৈনিকের খবর অনুযায়ী, শর্ট সার্কিট থেকে বাসে আগুন ধরে যায়। তবে তৎক্ষণাৎ ক্রিকেটারদের উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে থাকা সাপোর্ট স্টাফেরাও সবাই নিরাপদে বাস থেকে বেরিয়ে আসেন। ছোট্ট আগুন, যা খুব তাড়াতাড়ি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। পরে বিকল্প বাসের ব্যবস্থা করে ক্রিকেটারদের হোটেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু তার আগে ক্রিকেটারদের প্রায় ঘণ্টাখানেক রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল।

ফাইনালের আগেও সমস্যায় পড়েছিলেন শুভমনরা। চণ্ডীগড় থেকে ফেরার সময় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খারাপ আবহাওয়ার জন্য তাঁদের চার্টার্ড ফ্লাইট ৩ ঘণ্টা দেরি করেছে। এর ফলে ফাইনালের আগেরদিন রাত দেড়টার সময় আমেদাবাদ পৌঁছেছেন গুজরাট ক্রিকেটাররা। তারপর ফাইনালে একপেশে হার। সময় সত্যিই ভাল যায়নি গুজরাট টাইট্যান্সের।

বেঙ্গালুরুতে জয়ের কোনও অনুষ্ঠান নয়

বেঙ্গালুরু, ১ জুন : বিরাট কোহলিরা আমেদাবাদে ফাইনাল খেলতে নামার আগেই বেঙ্গালুরুতে সাবধান-বার্তা জারি হয়ে গিয়েছিল। ম্যাচের সময় বা আরসিবি চ্যাম্পিয়ন হলে সেলিব্রেশনের নামে কী করা যাবে না।

২০২৫-এর ৪ জুন আরসিবির বিজয়োৎসবে ১১ জনের প্রাণ গিয়েছিল। চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের সেই ঘটনার কথা মাথা রেখে এবার অনেকগুলি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে সবথেকে বড় খবর হল রাস্তায় কোনও ভিকট্রি প্যারেড হবে না। রবিবার আমেদাবাদে গুজরাট টাইট্যান্সকে ৫ উইকেটে হারিয়ে দ্বিতীয়বার আইপিএল ট্রফি হাতে তুলেছেন বিরাটরা। কিন্তু বেঙ্গালুরুতে আরসিবি ভক্তদের জন্য কোনও অনুষ্ঠান নেই চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে।

এর আর একটা কারণ হল লোকভবনে বুধবার বিকেলে নব নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমারের শপথ অনুষ্ঠান। লোকভবন চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের খুব কাছেই। সেখানে বিশিষ্টরা উপস্থিত থাকবেন। এরমধ্যে আরসিবি দলের জন্য আরও লোক সেখানে জড়ো হোক এটা চাননি ক্রিকেট কর্তারা।

আরসিবির একটি সূত্র জানিয়েছে, বেঙ্গালুরুতে প্রচুর বিধিনিষেধ জারি হয়েছে। সবাইকে সেটা মেনে চলতে হবে। তাই মনে হয় না সেখানে আইপিএল জয় নিয়ে অনুষ্ঠান করা যাবে। বেঙ্গালুরু পুলিশ শুক্রবারই একটি গাইডলাইন জারি করে বলেছিল, বাজি ফাটানো যাবে না। রাস্তায় সমাবেশ করা যাবে না। মানুষের শান্তি ও সুরক্ষায় বিঘ্ন ঘটানো যাবে না। কেউ সেলিব্রেট করতে চাইলে ইন্ডোরে করতে হবে।

ক্রিকেটারদের অনেকেই আবার ব্যস্ত হয়ে পড়বেন দেশের হয়ে খেলায়। দেবদূত পারিক্কাল আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলার জন্য বুধবার মুল্লানপুরে যোগ দেবেন। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলার জন্য দলে যোগ দেবেন জস হ্যাজলউড ও টিম ডেভিড। জেকব ডাফি ও রোমারিও শেফার্ড ব্যস্ত হয়ে পড়বেন যথাক্রমে নিউজিল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে খেলায়।

১৮০-১৯০ রান দরকার ছিল: গিল

আমেদাবাদ, ১ জুন : স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা গুজরাট টাইটান্স শিবিরে। ফাইনালে উঠেও আইপিএল ট্রফি হাতছাড়া হওয়ার আক্ষেপ তাড়া করছে অধিনায়ক শুভমন গিলকে। কোনও রাখঢাক না করেই তিনি জানাচ্ছেন, বোলারদের হাতে লড়াই করার মতো পর্যাপ্ত রান তাঁর ব্যাটাররা তুলে দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

শুভমনের বক্তব্য, এই পিচ দুশোর রানের ছিল না। তবে ১৮০-১৯০ রান তুলতে পারলে আরসিবির ব্যাটারদের চাপে রাখতে পারতাম। পিচ কিছুটা স্লো ছিল। এখানে ওই রান তাড়া করা কঠিন হত। আমাদের হারের কারণ স্কোরবোর্ডে পর্যাপ্ত রান তুলতে না পারা। তাঁর সংযোজন, এর পরেও আমরা লড়াইয়ে থাকতে পারতাম। যদি পাওয়ার প্লে-তে বিপক্ষের গোটা দুয়েক উইকেট তুলে নিতে পারতাম। কিন্তু সেটাও হয়নি। শুভমন আরও বলেছেন, আমাদের কিছু জায়গায় উন্নতি করতে হবে। এটা টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছি। সবাই চেষ্টা করেছে। কিন্তু উন্নতির অবকাশ রয়েই গিয়েছে। যদি আমরা চ্যাম্পিয়ন হতাম, তাহলেও এই কথাটা বলতাম। তবে এত কাছে এসেও ট্রফি মুঠোয় নিতে পারাটা ভীষণ যন্ত্রণার। এদিকে, শনিবার রাতে গুজরাট দল আমেদাবাদে পৌঁছেছিল। টানা যাত্রার ধকলে ক্রিকেটারেরা ক্লান্ত ছিলেন বলে দাবি উঠছে। ফাইনাল খেলাতেও সেই ক্লান্তির প্রভাব পড়েছিল কি না, প্রশ্ন তুলেছেন সমর্থকদের কেউ কেউ। তবে ধকলকে ফাইনাল হারের কারণ হিসাবে দেখাতে রাজি নন গুজরাটের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট বিক্রম সোলাঙ্কি। তাঁর বক্তব্য, অল্প সময়ে এত ম্যাচ খেলে আমরা ক্লান্ত। কিন্তু এটা বলে আমি আরসিবি-র জয়ের কৃতিত্বকে খাটো করতে চাই না।